নীচের মহল

গোর্কীর লোয়ার ডেপথস্ অবলম্বনে

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY.
Agartala.

উমানাথ ভট্টাচার্য

সবুজ বলাকা চক্র
৭/৪ একডালিয়া রোড কলিকাতা ১৯

প্রকাশক
সন্দীপকুমার বসু
সবুজ বলাকা চক্র
৯।৪ একডালিয়া রোড
কলিকাতা

মুদ্রক
দেবদাস নাথ এম এ বি এল
সাধনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৭৬ বৌবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম অভিনয়
১৭ই জুলাই ১৯৫৭
লিট্‌ল থিয়েটার
রঙমহল

মলাট
শ্যামল সেন

প্রথম প্রকাশ
৩০ জুন ৫৮

দাম
দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মা ও বাবাকে

"নীচের মহলের" বস্তী, সহরের যে-কোন একটি বস্তী নয়; "নীচের মহলের" বস্তী, এমন একটি বস্তী যেখানে বাস করে 'সভ্যতার আবর্জনা'। প্রশ্ন আসতে পারে—এই আবর্জনা নিয়ে নাটক করার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন, এরা আছে আর এদের বাদ দিয়ে সভ্যতা এগোতে পারে না। তাই এদের চেনা দরকার। এককালে এরা মানুষ ছিল, আজও মানুষই আছে—।

"নীচের মহলে" নাটক নেই, আছে ঘটনা। কারণ, জীবনটা নাটক নয়, জীবনটা কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি। ইচ্ছামত ঘটনা সাজিয়ে গল্প তৈরী করে "নীচের মহলে" 'নাটক' হয়তো করা যেত, কিন্তু তাতে সত্যের অপলাপ হত। তাই এতে গল্প নেই, কথান্তরে—নাটক নেই।

—লেখক

৩৩সি নেপাল ভট্টাচার্য লেন
কলিকাতা ২৬
১লা মে ৫৭

॥ চরিত্র ॥

জটাধর (জটাইবাবু)—বয়স ৫৫, বাড়ির মালিক

অন্নদা—ঐ স্ত্রী, বয়স ২৫

নন্দিনী—অন্নদার ভগ্নী, বয়স ২০

হলধর—জটাধরের ভাই, পুলিশ কনষ্টেবল, বয়স ৫০

কান্তিচরণ (কান্ত)—ভাড়াটে, বয়স ২৮

খগেন—ভাড়াটে, ছুতোর মিস্ত্রী, বয়স ৪০

লক্ষ্মী—খগেনের স্ত্রী, বয়স ৩০

বাণী—ভাড়াটে, বয়স ২৫

কামিনী—ভাড়াটে, বয়স ৪০

অনন্ত—সেলাইয়ের কাজ করে, ভাড়াটে, বয়স ৪৫,

গগন
নটনারায়ণ (নারায়ণ) } —ভাড়াটে, বয়স ৪০

রাজা—ভাড়াটে, বয়স ৩৩

আনন্দ—ব্রাহ্মণ, বয়স ৬০

ঘন্টু—রাণীর ভাই, বয়স ২০

অর্জুন সিং
বিশ্বনাথন } —প্রাক্তন সিপাহী

নীচের মহল

প্রথম অঙ্ক

[কলকাতার বস্তী। ষ্টেজের বাঁদিক থেকে কোনাকুনি লম্বা বারান্দা, পাশাপাশি দুখান ঘরের দুটো দরজা দেখা যায়। একেবারে বাঁদিকে উইংসের ঠিক বাইরে আরও একখানা ঘরের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ডানদিকে কোনাকুনি আর একখানা ঘর। উঠানের ডানদিকে নানা রকম কাঠের টুকরো, কিছু যন্ত্রপাতি—করাত ইত্যাদি ছড়ান রয়েছে। তার পাশে একটা প্যাকিং বাক্স। খগেন সেখানে নিঃশব্দে মাপজোপের কাজে ব্যস্ত। উঠানের বাঁদিকে একখণ্ড কাঠের গুঁড়ি। বাঁদিকের বারান্দায় একটা খাটিয়া পাতা রয়েছে। তার উপর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে একজন। ডানদিকে দুটো ঘরের খুঁটিতে একগাছা দড়ি বাঁধা রয়েছে। কামিনী ঘনঘন যাতায়াত করছে। একবার দেখা যায়, তার হাতে ভিজে কাপড়, দড়িতে মেলে দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরক্ষণে হাতে একটা ভরা বালতী নিয়ে বাঁদিক দিয়ে ঢুকে ডানদিকে প্রস্থান। বাঁদিকের বারান্দায় বসে রাজা ভেলিগুড় সহযোগে আরাম করে রুটি চিবোচ্ছে। রাণী বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে বসে (রাজার ডানদিকে একটু তফাতে) বই পড়ছে একখানা। মাঝের ঘর থেকে লক্ষ্মীর রুগ্ন কাশির শব্দ পাওয়া যায়। অনন্ত কাঠের গুঁড়িটার উপর বসে একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করতে ব্যস্ত। তার সামনে কয়েক খণ্ড কাপড়

ছড়ান রয়েছে। গগনের ঘুম ভেঙেছে একটু আগে। মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে তেমনি পড়ে পড়ে নাক ডেকে চলেছে। নটনারায়ণ একবার প্রবেশ করে, কিন্তু সবাইকে একেবারে চুপচাপ দেখে একটু ইতস্ততঃ করে বেরিয়ে যায়।

হেমন্তের এক সকাল।]

রাজা—তারপর ?

কামিনী—তারপর আমি বললাম, "ওসব আমার সইবে না। ওর মজা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, এখন আমায় সোনার পালঙ্কে বসাতে চাইলেও আমি রাজী হব না।"

অনন্ত—(গগনকে) অমন উল্লুকের মত শব্দ করছিস কেন ?

(গগনের নাকের ডাক আর একবার শোনা যায়।)

কামিনী—ঝাড়া হাত-পায়ে আছি; কারুর তোয়াক্কা রাখিনে। কি দরকার আমার !… …ও তো আসবে খালি খবরদারী করতে। উহুঁ, ও তোমার রাজা-গাজা যে-ই হ'ক, আমি ওর মধ্যে নেই।

খগেন—মিথ্যে কথা !

কামিনী—কি বললি ?

খগেন—মিথ্যে কথা। হলধরকে বিয়ে করার জন্যে তুমি মুকিয়ে আছ।

রাজা—(হঠাৎ রাণীর হাত থেকে ছোঁ মেরে বইখানা কেড়ে নিয়ে মলাটে নাম পড়ে) "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।" (একটু হাসে)

রাণী—(বইখানা ফেরত নিতে চেষ্টা করে) আঃ, কি হচ্ছে ! দিয়ে দাও, বলছি; ভাল হবে না কিন্তু।

(রাজা বইখানা উপরে তুলে রাণীকে ক্ষেপাতে থাকে।)

কামিনী—(খগেনকে) তুই একটা ছাগল, বোদা পাটা।……মিথ্যে কথা ! আমাকে তুই ভাবিস্ কি ? অ্যাঃ ?

রাজা—(বই দিয়ে রাণীর মাথায় আঘাত করে) তুই বড় বোকা।

(রাণী ছোঁ মেরে বইখানা কেড়ে নেয়।)

খগেন—(কামিনীকে) তুমি লোক খারাপ না। কিন্তু হলধরকে বিয়ে তুমি করবেই।

কামিনী—বেশ, করলাম। তারপর আমার—তোর ওই বউয়ের মত অবস্থা হবে তো! না-খেয়ে আর মার খেয়ে যমের দোরে—

খগেন—চুপ কর।......নাই দিলে মুখ বাড়ে।

কামিনী—ও। সত্যি কথা বললেই কানে ছুঁচ ফোটে, না?

রাজা—আবার লেগেছে।......রাণী কোথায় গেলি রে!......এই যে—

রাণী—বিরক্ত কর না।

লক্ষ্মী—(মাঝের দরজা দিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়) রোদ্দুর উঠে গেছে। (খগেনকে) তোমরা অত চেঁচাচ্ছ কেন? একটু চুপ করে থাকতে পার না! (আকাশের দিকে তাকায়) বড্ড সুন্দর।

খগেন—(স্বগত) আবার সুরু হল।

লক্ষ্মী—(খগেনকে) শেষ ত করে এনেছ। এখন দুটো দিন একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

অনন্ত—এদের চেঁচামেচিতে যমরাজ ভয় পাবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

কামিনী—(লক্ষ্মীকে) ওর সঙ্গে তুই এ্যাদ্দিন কেমন করে ঘর করলি বল দিকি, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী—একটু একা থাকতে দাও আমাকে। (ঘরের দিকে এগোতে থাকে।)

কামিনী—(খগেনকে) এমনি করেই তোমরা মার।...(লক্ষ্মীকে) বুকের ব্যথাটা আজ কেমন আছে?

রাজা—কামিনী গো, বাজারে যাবে না ? বেলা যে বেড়ে গেল।

কামিনী—হ্যাঁ, যাই। (লক্ষ্মীকে) কি খাবি, কি আনব তোর জন্যে ?

লক্ষ্মী—কিছু দবকার নেই। খেতে ইচ্ছে কবে না।

কামিনী—ইচ্ছে না কবলে চলে !—ও, কাল তোব জন্যে এনেছিলাম—

(বাইবে যায, ফিবে আসে—এক হাতে বাজারেব থলে। তাব মধ্য থেকে একটা লেবু বেব করে দাওয়াব উপব বাখে)

খেয়ে নে। ভাল হবে।—চল, অনেক বেলা হয়ে গেল'।

(যেতে যেতে খগেনেব দিকে ফিরে) ছাগল কোথাকাব।

(প্রস্থান)

রাজা—(বাণীকে আবাব বিবক্ত কবে) কি যা তা নিয়ে সময নষ্ট কবছ, বেখে দাও।

বাণী—বিবক্ত কব' না।

(বাজা মুচকি হেসে শিস দিতে দিতে বেবিয়ে যায।)

(গগন এতক্ষণে উঠে বসে।)

গগন—কাল বাতে আমাব কানে কাঠি দিয়েছিল ক ?

অনন্ত—কেন, তাতে ঘুমেব ব্যাঘাত হয়েছিল নাকি ?

গগন—না।—কিন্তু ঘুমেব মধ্যে ওভাবে বিবক্ত কবা খুব অন্যায়।

অনন্ত—কানে কাঠি। (এগিয়ে যায) কাল বাত্রে মদ খেযেছিলি বঝি ?

গগন—হ্যাঁ।

অনন্ত—সেই জন্যেই কানে কাঠি ঢুকেছিল।

গগন—উল্লুক।

(বাঁদিকেব দরজা দিয়ে নারায়ণেব প্রবেশ।)

নাবায়ণ—কানে কাঠি ! হুঁঃ। মেবে তোমাকে একদিন শেষ করে দেবে', মদ ছুটিয়ে দেবে তোমার।

গগন—গর্দভ।

নারায়ণ—বটে!

গগন—একটা মানুষকে কবার শেষ করা যায়! শেষ তো হয়েই আছি।

খগেন—(নারায়ণকে) ওখান থেকে নেমে এস চাঁদ, উঠন ঝাঁট দিতে হবে।

নারায়ণ—(খগেনকে) দিতে হয় দাও, আমি নেই।

খগেন—আচ্ছা,—অন্নদা আসুক, তখন দেখব, তুমি আছ কি নেই।

নারায়ণ—অন্নদার নিকুচি করেছে।.... রোজ রোজ আমি ঝাঁট দেব কেন? আজ ত রাজার পালা। কোথায় গেল সে? রাজা।......

(রাজার প্রবেশ)

রাজা—আমার সময় নেই। বাজারে যাচ্ছি।

নারায়ণ—বাজারে যাও আর জাহান্নমে যাও—তাতে আমার কি।—আজ তোমার পালা। পাঁচ ভূতের পিণ্ডি আমি চট্‌কাতে পারব না।

রাজা—ঠিক আছে। আমার হয়ে বাণাই আজ ঝাঁটা ধরবে। কোথায় গেল—এই যে, ওঠ দেখি ' উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"।

বাণী—(বই রেখে) কি, হয়েছে কি? সেই থেকে কানের কাছে ট্যাঁক্—ট্যাঁক্—ট্যাঁক্—ট্যাঁক্। একটু চুপ করে থাকতে পার না?

রাজা—পারি। আমার হয়ে উঠোনটা আজ ঝাঁট দিয়ে দাও দিকিনি, লক্ষ্মীটি।

বাণী—আমার দায় পড়েছে।

(বাণীর প্রস্থান)

কামিনী—(বাঁদিকে উইংসের পাশে শুধু মুখটা দেখা যায়। রাজাকে উদ্দেশ করে) কই হে, থলে আনতে বুড়িয়ে গেলে যে!

রাজা—(কামিনীর দিকে ফিরে) ঝাঁটা—।

কামিনী—ঠিক আছে, ওরাই করে নেবে'খন। (নারায়ণকে) নাও না, সুরু কর। সোনার অঙ্গ ওতে কালি হবে না।

নারায়ণ—আমি যেন খৎ লিখে এসেছি। ··· আমার পেছনে কেন যে তোমরা —!

(রাজা দাওয়ার উপর থেকে থলেটা তুলে নেয়।)

গগন—(রাজাকে) রাজারের থলে বয়ে বেড়ান, কেন যে তুমি রাজা হয়ে জন্মেছিলে!

কামিনী—(নারায়ণকে) ওইখানে ঝাঁটা আছে, তুমি কাজে লেগে যাও।

(রাজা প্রথমে, তারপর কামিনীর প্রস্থান।)

নারায়ণ—(দাওয়া থেকে নেমে আসতে আসতে) ধূলো বড় সর্বনাশ জিনিস। ডাক্তার বলেছে, আমার ভেতরের যন্তরপাতি একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। (ডানদিকে কোণের দাওয়ায় গিয়ে বসে।)

গগন—যন্তরপাতি—মন্তরকলা।

লক্ষ্মী—(খগেনকে) শুনছ!

খগেন—কি হয়েছে!

লক্ষ্মী—দিদি ওই লেবু রেখে গেছে, খেয়ে নাও।

খগেন—(লক্ষ্মীর কাছে যায়) না না, তুমি খাও।

লক্ষ্মী—না, আমার দরকার নেই। তোমাকে খাটতে হয়, তুমিই খাও।

খগেন—তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? রোগ হয়েছে—সেরে যাবে।

লক্ষ্মী—(লেবু দেখিয়ে) ওটা নিয়ে যাও। ...... ভাল লাগছে না, নিশ্বাস নিতে কেমন হাঁপ ধরছে।

খগেন—ও কিছু না। কোন ভয় নেই তোমার। এ অবস্থায়ও কেউ কেউ সেরে ওঠে।

(খগেনের প্রস্থান। লক্ষ্মী ঘরে গিয়ে ঢোকে)।

নারায়ণ—(কথাগুলো তার ঘোষণার মত শোনায়) কাল আমি ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললে, অনেক বেশী মদ খাওয়ার জন্যে আমার ভেতরের যন্তরপাতি সব একদম অকেজো হয়ে গেছে।

গগন—(বিছানা ছেড়ে একবারও ওঠেনি। সেই থেকে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে আছে) মন্তবকলা।

নারায়ণ—মন্তবকলা নয়—যন্তরপাতি। (হাত দিয়ে বুকটা দেখায়।)

গগন—লম্বোৎকর্ষমা।

নারায়ণ—বলদ। ডাক্তার বললে—আমি বানিয়ে বলছি না—ভেতরটা একদম অকেজো হয়ে গেছে। এই অবস্থায় উঠোন ঝাঁট দিতে গিয়ে কতকগুলো ধূলো খাওয়া—

গগন—ধুলস্ত গাভী। ......হুঁঃ। (মুচকি হাসে)।

নারায়ণ—কি, কি বললে?

গগন—কথা। এই ধব ত্বরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী .....

নারায়ণ—ওটার মানে কি?

গগন—ভুলে গেছি—জানি না।

নারায়ণ—তাহলে বল কেন?

গগন—ভাল লাগে। সবাই যেসব কথা বলে, সেগুলো বলতে আমার

আর ভাল লাগে না। মানুষের কথা সব পুরনো হয়ে গেছে; ওতে আর কোন মধু নেই।

নারায়ণ—(হঠাৎ খুশী হয়ে ওঠে) "ভদ্রার্জ্জুনে" আছে—"কথা, কথা, কথা—কেবলি কাকলী কলি।"......বড় ভাল নাটকটা।—আমি একজন সৈনিকের পার্ট করেছিলাম।

(খগেন কাঠের একটা টুকরো হাতে নিয়ে ঢোকে।)

খগেন—এবার তাহলে ঝাড়ুদারের পার্টটা সুরু কর।

নারায়ণ—নিজের কাজ করগে।—হ্যাঁ, ভদ্রা বলছে, "নাথ, মোর পাপ-দাহ যেন স্পর্শে না তোমায়।"

(নেপথ্যে কয়েকজনের চীৎকার শোনা যায়। একজন আর্তনাদ করে। পুলিশের হুইসিলের শব্দ ভেসে আসে। ধীরে ধীরে অবস্থা শান্ত হয়।)

গগন—মিষ্টি—বেশ গালভরা কথাই আমি পছন্দ করি। ছেলেবেলায় টেলিগ্রাম অফিসে কাজ করতাম যখন......অনেক পড়াশুনা করেছি সেই সময়।

অনন্ত—টেলিগ্রাম অফিসেও কাজ করেছ তাহলে?

গগন—নিশ্চয়।......হ্যাঁ, একটা লাইব্রেরী ছিল সেখানে—প্রচুর বই—আর এমন সব গালভরা কথা—! তোমাদের মত আকাট মুখ্যু আমি নই; অনেক পড়াশুনা করেছি।

অনন্ত—এই নিয়ে সাতানব্বুই বার হল। (গগনের দিকে তাকিয়ে) পড়াশুনা করেছ তাতে হয়েছে কি? এখন কাজে আসছে কিছু?—এই আমার কথাই ধর না। একটা চালু শালরিপেয়ারিং-এর দোকান ছিল আমার। মালিক, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি।......তারপর দাঙ্গার বারে লুটে নিল। পরের

দোকানে চাকরী নিলাম। এখন তাও নেই। (হাতের আঙুলগুলো দেখে) শালা, সেলাই করতে করতে আঙুলের ডগাগুলো হয়েছিল যেন একেবারে—। (মুখ তুলে গগনের দিকে তাকায়, লজ্জা পায়) এখন হয়েছে মেয়েমানষেরও অধম, তুলতুল করছে।

গগন—তাতে হলটা কি ?

অনন্ত—কিছু না। এমনিই বললাম।

(হাতের আঙুলের দিকে তাকায়) আসল কথা হচ্ছে যতই রং চড়াও, বাইরের দাগ বেশি দিন থাকে না।

গগন—(হাই তোলে) ও:, পিঠটা বড় ব্যথা করছে।

নারায়ণ—লেখাপড়ায় কিছু হয় না। আসল কথা হচ্ছে প্রতিভা।

আমাদের দলে একজন এ্যাকটর ছিল। বানান না করে সে বাংলা পড়তে পারত না। কিন্তু এ্যাকটিং যখন করত, অডিয়ান্সের মধ্যে একেবারে—সে একেবারে—হুলুস্থুলু ব্যাপার। —প্রতিভাই হচ্ছে সব।

গগন—(অনন্তকে) আমায় ছ' আনা পয়সা ধার দাও না।

অনন্ত—নেই। দু' আনা আছে।

নারায়ণ—কথা হচ্ছে প্রতিভা না থাকলে অভিনেতা হওয়া অসম্ভব। প্রতিভা এবং নিজের উপরে বিশ্বাস—

গগন—(নারায়ণকে) আমায় ছ' আনা পয়সা ধার দাও, তাহলে বিশ্বাস করব সত্যিই তোমার প্রতিভা আছে। (নারায়ণ মাথা নেড়ে জানায়, তার কাছে পয়সা নেই) খগেনবাবু, দাও না।

খগেন—যত জোটে কি আমারই কপালে।

গগন—(ক্ষুণ্ণ হয়ে সরে যায়) তোমার কাছে আমি ধারি না। অত কথা কিসের !

ঘরের মধ্য থেকে লক্ষ্মীর কাশির আওয়াজ শোনা যায়।)

নেপথ্যে লক্ষ্মী (কাশতে কাশতে) মাগো – !

খগেন—আবার !...... কি করি বল দেখি ?

অনন্ত—ঘরে যাও। জানালাগুলো খুলে দিয়ে একটু হাওয়া বাতাস খেলতে দাও। নইলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে।

খগেন—যাও না, জানালাটা খুলে দিয়ে এস না।

অনন্ত—তোমার বউএর পরিচর্যা কি আমায় করতে হবে নাকি !

(খগেন উঠে যায়)

গগন—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে মাথাটা ভোম্ হয়ে আছে। (অনন্তকে) আচ্ছা, এত কথা বাড়াও কেন বল'ত ?

অনন্ত—কাজ না থাকলে কথা বাড়েই। (উঠে দাঁড়ায়। সেলাইয়ের জিনিসপত্রগুলো দেখে নেয়) যাই দেখি, সুতো ফুরিয়ে গেছে। (গগনের কাছে এসে) আমাদের বাড়িউলীর কি হল আজ ? এত বেলা পর্যন্ত একবারও দেখা দিলেন না ! ...... নতুন কেউ এসেছে নাকি ! (হাসে। বেরিয়ে যায়)

(খগেন ও লক্ষ্মীর প্রবেশ। লক্ষ্মী ক্রমাগত কাশতে থাকে।)

নারায়ণ—(উঠে তার কাছে এগিয়ে যায়) কি ব্যাপার ! খুব খারাপ লাগছে ?

লক্ষ্মী--দম বন্ধ হয়ে আসছে।

নারায়ণ—(খগেনের দিকে একবার চেয়ে দেখে) চল, তোমাকে একবার বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি—গলির মোড়ে। বেশ হাওয়া আছে। (লক্ষ্মী তার হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে

এগোতে থাকে) হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজের পায়ে ভর দাও—এ-ই (অল্প হাসে) আমিও অসুস্থ তো। মদ খেয়ে খেয়ে বুকটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

(জটাধর অর্থাৎ জটাই বাবুর প্রবেশ।)

জটাধর—বেড়াতে যাচ্ছ? (নারায়ণ তার দিকে ফিরে তাকায়। কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে) যাও। বাইরে বেশ হাওয়া আছে। (লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রস্থান। জটাধর গুন্-গুন্ করে গান গাইতে থাকে। ঘুরে ঘুরে চারদিক লক্ষ্য করে। উইংসের কাছে কান্তির ঘরের দিকে একবার উঁকি দেয়। খগেন এই সময় প্রথম করাতের শব্দ করে। (জটাধর খগেনের সামনে এসে দাঁড়ায়) চিরছ?

খগেন—(একবার মুখ তুলে দেখে) না, ফাড়ছি। (করাত চালাতে থাকে

জটাধর—(খানিক লক্ষ্য করে) অমরের বউ এসেছিল এখানে?

খগেন—(কাজ করতে করতে) দেখিনি।

জটাধর—(কাজের দিকে চেয়ে থাকে) তুমি কিন্তু এইসব হাবিজাবি দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রেখেছ। এর জন্যে ভাড়া কিছু বেশী দেওয়া দরকার—অন্ততঃ দু টাকা।

খগেন—আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিন। (কাজ করে) বুড়ো হয়ে মরতে চলেছেন, এখনও ওই দু' টাকার লোভ ছাড়তে পারলেন না।

জটাধর—লোভ! লোভ কিসের! ন্যায্য পাওনা। আমি ন্যায্য পাব, তুমি ন্যায্য দেবে। এইখানেই না জীবনের সার্থকতা! ঠিক আছে, তুমি এক কাজ কর। (ডানদিকের কোনের ঘরটা

দেখিয়ে) ওই ঘরের পাল্লাটা ঢিলে হয়ে গেছে। এই মাসে ওটা তুমি ভাল করে আটকে দাও। টাকা তোমাকে দিতে হবে না।

খগেন—তার মানে, ব্যাগার!

(গগন গলা খাকারী দেয়।)

জটাধর—(গগনের দিকে ফিরে) ও, তুমিও আছ, বেশ।

নারায়ণ—(প্রবেশ করতে করতে) বাঁড়ুজ্জেদের রকে বসিয়ে দিয়ে এলাম। বেশ আলো বাতাস আছে; আবাম পাবে।

জটাধর—ভাল কবেছ। মানুষের দুঃখে তুমি যদি দুখ না পাও, ভগবান তাতে সুখ পান না।......তোমার ভাল হবে।

নারাযণ—কবে?

জটাধর—পবজন্মে। তোমার ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ সেখানে লেখা থাকছে।

নারায়ণ—জটাইবাবু, ও পরজন্ম পবে হবে। এখন আমাব একটু উপকাব করুন না। আমার ভাল হবে তাতে।

জটাধর—আমি! আমি তোমার কি ভাল করতে পারি?

নারায়ণ—ঘর ভাড়া যেটা বাকী পড়েছে, তার অর্ধেকটা মাফ করে—

জটাধর—(সশব্দে হেসে ওঠে) তাও কি কখনও সম্ভব! (হাসি) উঁচু কাজের দাম যেন টাকা দিয়ে দেওয়া যায়! (হাসি) ভাল কাজ, ভাল কাজই। দেনা, দেনাই। ভাল কাজেব ফল তুমি পবজন্মে পাচ্ছ, কিন্তু দেনা তো তোমাকে এখানেই শুধে যেতে হচ্ছে। (হাসি)

নারায়ণ—চামার।

(খগেন উঠে বেরিয়ে যায়।)

জটাধর—আরে, ও খগেনবাবু! চলে গেল। আমাকে ও মোটে দেখতে পারে না।

গগন—কে পারে।

জটাধর—উঁঃ? কি বললে? আমাকে কেউ দেখতে পারে না। কেন? আমি ত কাউকে খারাপ চোখে দেখি না। তোমরা হচ্ছ সব আমার আত্মীয়……দুঃখী ভাই-বোন, ভগবানের বিচারে ·…· আমি তো তোমাদের ……। কান্ত ঘরে আছে?

গগন—দেখুন না।

জটাধর—(বাঁদিকে উইংসের ধারে কান্তিচরণের ঘরের দরজায় করাঘাত করে) কান্ত। কান্তিবাবু।

(নারায়ণ একদিক থেকে আর একদিকে উঠে যায়।)

কান্ত (নেপথ্যে)—কে?

জটাধর—আমি—জটাধর।

কান্ত—কি চাই আপনার?

জটাধর—আহা, একবার দরজাটা খোলোই না, কথা আছে।

গগন—হুঁ, ও দরজা খুলুক, আর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসুক ….. আমাদের বাড়িউলী।

(নারায়ণ গলা খাকারী দেয়।)

জটাধর—(ঘুরে দাঁড়ায়, চাপা কণ্ঠে) কি? কে বললে? কি বললে?

গগন—আপনি আমাকে বলছেন?

জটাধর—কি বললে তুমি?

গগন—কিছু না।….. নিজের মনে একটা কথা ভাবছিলাম।

জটাধর—আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি……চালাকির একটা মাত্রা আছে। (কান্তর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়) কান্ত।

কান্ত—(চোখ ডলতে ডলতে বেবিযে আসে) কি হয়েছে ?

জটাধর—(গলা বাড়িযে ভেতবটা দেখে নেয়) আমি ··· বলছিলাম ··

কান্ত—আমাব টাকাটা এনেছেন ?

জটাধব—তোমাব সঙ্গে আমাব কথা আছে।

কান্ত—আমাব টাকাটা এনেছেন ?

জটাধব—কিসেব টাকা ?

কান্ত—যে ঘড়িটা দিলাম কাল ··· তাব দাম—সাত টাকা ? ··· এনেছেন?

জটাধব—ঘড়ি। ····· কিসেব ঘড়ি কান্ত ? আমি ত ঠিক—

কান্ত—বা বা বা। অতগুলো লোকেব সামনে আপনাব হাতে দিলাম। দাম ঠিক হল দশ টাকা—তিন টাকা নগদ, সাত টাকা ধাব। এব মধ্যে ভুলে গেলেন ? টাকা কোথায চুপ কবে আছেন যে ? তাগাদায দড, ধাবেব কথা মনে থাকে না। মজা পেযেছেন, না ?

জটাধব—আহ্, চেঁচাচ্ছ কেন ? এতে বাগবাব কি আছে ? ঘড়ি ··· ··· তোমাব ঘড়িটা হচ্ছে—

গগন—চোবাই মাল।

জটাধব—আমি চোবাই মাল ব্যাভাব কবি না। তুমি আমাকে আগে বলনি কেন যে, ওটা—

কান্ত—(কাছে এগিয়ে আসে) আমাকে ডাকছিলেন কেন তাহলে ? কি দবকার আপনাব ?

জটাধব—দরকাব ·· দবকাব ঠিক না। আমি যাচ্ছি।

কান্ত—যান। আর টাকাটা এখুনি পাঠিয়ে দেবেন।

জটাধব—(যেতে যেতে) হুঁঃ, ভাল কবে কথাটা পর্যন্ত বলতে শেখেনি।

(প্রস্থান)

কান্ত—বুড়ো কিজন্যে এসেছিল এখানে ?

গগন—বোঝ না ? ওর বউকে খুঁজতে। (হাসে) একদিন ধরে ওর পিণ্ডিটা ভাল করে চটকে দাও না, দুজনে সুখে থাকতে পারবে।

কান্ত—হুঁ, তারপর ওই চটকানো পিণ্ডি আমাকেই গিলতে হোক—জেল খেটে মরি আর কি।

গগন—আহা, তা নাও তো হতে পারে। ধর তোমার কিছু হল না, তখন ? ·· তুমি এই বাড়ির মালিক হয়ে বসবে, আমাদের কাছে ভাড়ার তাগাদা করতে আসবে—

কান্ত—তার আগেই তোমরা আমার ঘটি-বাটি চাটি করে ছেড়ে দেবে, আমি জানি। (হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়) বড়ো আমার কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দিয়ে গেল। বড় চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, বুঝলে। আমি যেন আমাদের গাঁয়ের সেই ছোট্ট খালটি — তাতে ছিপ ফেলে বসে আছি। হঠাৎ হেঁচ্কা টান, ছিপ ভেঙে যায় আর কি। বুঝলাম, ধরেছে কচ্ছপ, বিরাট—স্বপ্নে না হলে অতবড় কচ্ছপ দেখা যায় না। ছিপটা রেখে সবে জলে নামতে যাব—

গগন—ওটা কচ্ছপ নয়, ছিপে টোপ ধরেছিল তোমাদের বাড়িউলী, অন্নদা।

কান্ত—ধ্যাৎ, গোল্লায় যাক অন্নদা।

(খগেনের প্রবেশ)

খগেন—(প্রবেশ করতে করতে) উত্তুরে হাওয়া ছেড়েছে।

নারায়ণ - বউকে নিয়ে এলে না কেন ? সেই থেকে বাইরে বসে আছে, ঠাণ্ডা লেগে শেষে একটা—

খগেন—নন্দী নিয়ে গেছে তাদের ঘরে।

নারায়ণ—ওখানে কেন! বুড়ো আবার খিচ্‌খিচ্‌ করতে সুরু করবে।

খগেন—(বসে কাজ আরম্ভ করে) ও-ই নিয়ে আসবে'খন। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

গগন—(কান্তকে) কান্তবাবু আমায় ছ' আনা পয়সা ধার দাও না।

নারায়ণ—ছ' দশে ষাট—কান্তবাবু, আমাকে তিন টাকা বারো আনা ধার দাও না।

কান্ত—(বিরক্ত হয়) ধ্যেৎ। (গগনকে পয়সা দেয়)

গগন—চোরেরাই হচ্ছে দুনিয়ায় সব চেয়ে সুখী।

খগেন—রোজগার করে, কিন্তু খাটতে হয় না।

গগন—সহজে না খেটে পয়সা পায় অনেকেই; কিন্তু কজনে দেয়, সেইটেই হচ্ছে কথা। ...... খাটতে পেলে কিন্তু মন্দ লাগে না। ...... কিন্তু জোর করে খাটাতে গেলেই যে মুস্কিল বাধে। .. চল হে নারায়ণ, ঘুরে আসি বাইরে থেকে।

নারায়ণ—চল। (দু'জনের প্রস্থান)

কান্ত—(হাই তোলে। খগেনকে) তোমার বউ কেমন আছে?

খগেন—ভাল না। প্রায় শেষ করে এনেছি।

(খানিক চুপচাপ)।

কান্ত—(খগেনের কাজের দিকে তাকিয়ে থাকে) দিনরাত ওই খুট্‌খাট্‌। করে কি যে আরাম পাও বুঝি না।

খগেন—কি করতে বল তাহলে?

কান্ত—কিছু না।

খগেন—পেট চলবে কেমন করে?

কান্ত—আর সবার চলছে যেমন করে।

খগেন—ওদের কথা বাদ দাও। জাত-বাউণ্ডুলে এক একটা। দুনিয়ার জঞ্জাল। ·· আমি তা পারব না। ছেলেবেলা থেকে কাজ করে এসেছি, খেটেছি—খেয়েছি। যদ্দিন ক্ষ্যামতা থাকবে খেটেই খাব। ·····এই অকম্মাগুলোর সঙ্গে এক বাসায় থাকতে পর্যন্ত আমার ঘেন্না হয়। (কাজ করতে করতে) যাব—বউটা মরবে দু'চার দিনের মধ্যেই—তারপরই এই নরককুণ্ড থেকে পালিয়ে বাঁচব।

কান্ত—ওভাবে কথা বল না ; এরা লোক তোমার থেকে কেউ খারাপ নয়।

খগেন—খারাপ নয় ! ······এতটুকু আত্মসম্মান থাকত যদি ; বিবেক ধুয়ে বসে আছে সব।

কান্ত—আত্মসম্মান আর বিবেক দিয়ে ওরা কি করবে !

(অনন্তর প্রবেশ)

অনন্ত—(ঢুকতে ঢুকতে) এরই মধ্যে উত্তুরে হাওয়া ছেড়েছে।

কান্ত—অনন্ত, তোমার বিবেক আছে ?

অনন্ত—বিবেক !

কান্ত—হ্যাঁ।

অনন্ত—বিবেক দিয়ে আমি কি করব ! আমার পয়সা নেই।

কান্ত- ঠিক বলেছ। আমাদের পয়সা নেই, বিবেকেরও দরকার নেই। ·· আমাদের খগেনবাবু কিন্তু বলছেন অন্য কথা—বিবেক এবং আত্মসম্মান না থাকলে—

অনন্ত—ঠিক আছে, একটা বিবেক ও ধার করে ফেলুক।

কান্ত—তার দরকার নেই। মস্ত বিবেক ওর নিজেরই আছে।

অনন্ত—(খগেনের কাছে যায়) ও, তাহলে তুমি ওটা বিক্রী করবে ? কিন্তু এখানে তো খদ্দের পাবে না, ভাই।

কান্ত—অনন্ত! বিবেক এবং আত্মসম্মান সম্পর্কে তুমি গগন অথবা বাজ্ঞার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পার। এক কালে ওদের বিবেক ছিল।

খগেন—এতটুকু যদি অবশিষ্ট থাকত আজ!

কান্ত—আছে; ঘটে বুদ্ধি তোমার চেয়ে ওদের অনেক বেশী আছে।

(নন্দিনীর প্রবেশ—সঙ্গে আনন্দবাবু। আনন্দবাবু বৃদ্ধ; তাঁর এক হাতে লাঠি, অপর হাতে একটা বোঁচ্কা। বোঁচ্কার সঙ্গে গলায় দড়ি-বাঁধা একটা ঘটি।)

আনন্দ—(সবাইকে দেখে নেয়) নমস্কার, ভদ্রমহোদয়গণ।

অনন্ত—ভদ্র!—ভদ্র আমরা ছিলাম গত বছরের আগের বছর। এখন আর নেই।

নন্দিনী—নতুন ভাড়াটে।

আনন্দ—আমার কাছে সবাই ভদ্র; বয়েস হয়েছে তো। (নন্দিনীকে) তা মা, আমার জন্যে কোন্ ঘরখানা খালি রেখেছ?

নন্দিনী—(ডানদিকে কোনের ঘরখানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়) ওই ওপাশের—

আনন্দ—ঠিক আছে। ঘর একটা পেলেই হল, তা সে যেমন ঘরই হ'ক।

(কোনের দিকে প্রস্থান)

কান্ত—(নন্দিনীকে) এই হাব্ড়াকে কোত্থেকে নিয়ে এলে?

নন্দিনী—(কান্তর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। খগেনকে) খগেনবাবু, আপনার বউ আমাদের ঘরে বসে আছে। গিয়ে নিয়ে আসুন

খগেন—(তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে) যাচ্ছি।

নন্দিনী—এখন একটু দেখাশুনা করুন। প্রায় তো শেষ হয়ে এসেছে।

খগেন—জানি।

নন্দিনী—বোঝা দরকার। নিজের বউ।······মরে যাওয়াটা মোটেই সুখের না।

কান্ত—আমি কিন্তু মরতে ভয় পাই না।

নন্দিনী—আপনি চুপ করুন।

অনন্ত—(কাজ করতে করতে সুতো ছিঁড়ে যায়। বিরক্ত হয়) এত পল্‌কা।

কান্ত—সত্যি বলছি, মরতে আমি মোটেই ভয় পাই না।····· পরখ করে দেখ (খগেনের সামনে থেকে বাটালী তুলে নেয়),ধর··· ··(বুক টান করে দাঁড়ায়, বাটালীটা নন্দিনীর দিকে বাড়িয়ে ধরে) মারো, একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করব না।

(নন্দিনী ঘরে বেরিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ অনন্তর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।)

নন্দিনী— আপনি কি বলছিলেন ?

অনন্ত—সুতো নিয়ে এলাম—একদম বাজে। (নন্দিনী বেরিয়ে যেতে থাকে।)

নন্দিনী—(উইংসের কাছ থেকে) আপনার বউ কিন্তু বসে আছে আপনার জন্যে।

খগেন—অচ্ছা।

(নন্দিনীর প্রস্থান)

কান্ত—বড় ভাল মেয়েটা।

অনন্ত—বিয়ে করে ফেল না।

কান্ত—বিয়ের কথা ভাবছি না। ··· ··ভাবছি, এখানে থাকলে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

অনন্ত—নষ্ট যদি হয় তো তোমার জন্যেই হবে।

কান্ত—আমি! ··· কেন! ······হুঁঃ। ওকে দেখলে আমার করুণা হয়।

অনন্ত—ভেড়ার উপর কশাইয়ের করুণা।

কান্ত—বাজে বক না! ······না না; ও-ওত এখানে থাকতে চায় না, আমি পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

খগেন—তোমার এই যখন-তখন দেখার ব্যাপারটা বাড়িউলী জানে?

কান্ত—না, কেন?

খগেন—টের পাবে।

অনন্ত—হুঁ, অন্নদা বড় সহজে ছাড়বে না। হলই বা নিজের বোন, এসব ব্যাপারে—

কান্ত—(বিরক্ত) ধ্যেৎ। যত উট্‌কো কথা ছাড়া—

খগেন—ঠিক আছে।

(নেপথ্যে আনন্দর গলা পাওয়া যায়। সে গান গাইছে।)

আনন্দ (নেপথ্যে)—"অন্ধকার, অন্ধকার ······
পথ নাই, পথ নাই।"—

খগেন—(ঐদিকে তাকায়) কে হে?

কান্ত—এমন একঘেয়ে লাগে মাঝে মাঝে।

অনন্ত—একঘেয়ে!

কান্ত—(মাথা নাড়ে) হ্যাঁ। বুকটা যেন চেপে আসে।

আনন্দ (নেপথ্যে)—"পথ নাই, আলো নাই... .।"

কান্ত—(গলা বাড়িয়ে আনন্দকে) ও মশাই, শুনছেন?

আনন্দ—(ডানদিকের কোনা থেকে শুধু মুখটা দেখা যায়) আমাকে ডাকছেন?

কান্ত—হ্যাঁ।

আনন্দ—কেন ?

কান্ত—চেঁচাবেন না।

আনন্দ—ও ; গান বুঝি ভাল লাগে না !

কান্ত—গান ! ... ..চেঁচালেই গান হয় না।

আনন্দ—তাহলে আমি ভাল গাই না, কি বল !

কান্ত—ঠিক ধরেছেন।

আনন্দ—(অল্প হাসে, এগিয়ে আসে) আমার কিন্তু ধারণা ছিল আমি খুব ভাল গাই। মুস্কিল কি জান, আমি হয়তো ভেবে বসে আছি, আমি লোক খুব ভাল ; কিন্তু লোকে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। (হাসে)

কান্ত—(অল্প হাসে) ভাল বলেছেন।

অনন্ত—(কান্তকে) এই মাত্তর না তুমি বলছিলে, একঘেয়ে লাগছে ! এরই মধ্যে হাসতে সুরু করলে ?

কান্ত—(গম্ভীর হয়ে যায) তাতে তোমার কি ?

(রাজার প্রবেশ)

আনন্দ—......হ্যাঁ, ভাল কথা। ওই বাড়িতে—তোমাদের বাড়ীওযালার —সামনের ঘরে একটি মেয়ে বসে বসে কাঁদছিল। আমায় দেখেই লজ্জা পেলে। আমি জিগ্‌গেস করলাম, "কি হযেছে মা ?" সে বললে "বড় দুঃখী।" আমি বললাম, "কে ?" "এই বইযে।" রূপকথা পড়ছিল। ...... তবেই দেখেছ, মানুষে কেমন করে সময় কাটায।—তোমার মত ওরও বোধ হয় একঘেয়ে লাগছিল।

রাজা—বোকামী আর বলে কারে !

কান্ত—আঃ, রাজা ! .... চা খেতে গিছলে ?

রাজা—হ্যাঁ, কেন ?

কান্ত—কিছু না। (ভাবে) নিচু হয়ে হাতে ভর দিয়ে বস তো।

রাজা—তারপর !—

কান্ত—তারপর সেই কুকুরের ডাকটি শোনাও তো।

রাজা—(অনন্তকে) সকালেই টেনেছে বুঝি ?

কান্ত—যা বলছি, কর না।

রাজা—আমাকে কি পেয়েছ তুমি ?

কান্ত—তোমার ত জমিদারী নেই। তালপুকুরের রাজাও তুমি নও। যখন রাজা ছিলে আমরা নেচে কেঁদে তোমাকে দেখাতাম। এখন তুমি দেখাও। ······তোমার অবস্থা যে আমাদের চেয়েও খারাপ।

রাজা—ও।

আনন্দ—বড ভাল বলেছ।

রাজা—কিন্তু এককালে আমার সবই ছিল। ······এখন সব ছোবড়া।

আনন্দ—(রাজাকে) তোমার তাহলে আগে জমিদারী ছিল ?

রাজা—(জোর দিয়ে) নিশ্চই ছিল। কিন্তু তাতে আপনার কি ?

আনন্দ—(হাসে) কিছু না। —তবে সত্যিকারের জমিদার দেখার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। কিন্তু এককালের জমিদারের (রাজাকে আপাদমস্তক দেখে) আজকের এই অবস্থা—

কান্ত—(হাসতে হাসতে) তালপুকুরের জমিদার—ঘটি ডোবে না। (হাসতে হাসতে মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে।)

রাজা—রসিকতা ক'র না।

আনন্দ—(রাজাকে) রাগ ক'র না ভাই। ······তোমাদের এ' অবস্থায়

দেখলে বড় ভাল লাগে। আবার দুঃখুও হয়।

রাজা—কিন্তু আগে নিশ্চই এরকম ছিল না। আমার পষ্ট মনে আছে—ছেলেবেলায়, ঘুম থেকে উঠতে-না-উঠতে সকালের খাবার-দাবার সব একেবারে তৈরী। আর সে কত খাওয়া, কত রকমের! ······নাম সব ভুলে গেছি।

আনন্দ—বড মজা। খাবারের নামগুলো পর্যন্ত ভুলে গেছ। ... কিন্তু, বলতো, আগের চেয়ে এখন তোমার আরও বেশী করে বাঁচতে ইচ্ছা করে না? —হুঁ হুঁ, করবেই, মরে গিয়েও মানুষে বাঁচতে চায়,—অদ্ভূত জীব, এই মানুষ।

রাজা—আপনার নাম কি? কোত্থেকে এসেছেন?

আনন্দ—আমি?

রাজা—কালীঘাটে তীর্থ-টির্থ্য করতে এসেছেন নাকি?

আনন্দ—তীর্থযাত্রী তো আমরা সবাই। তোমার এই পৃথিবীটাই তো একটা তীর্থযাত্রা—

রাজা—মরুকগে। ঘর ভাড়া নিয়েছেন, টাকা-কড়ি আছে?

আনন্দ—টাকা কড়ি! কেন?

কান্ত—(অনন্তকে) ধরেছে।

অনন্ত—রাজাবাবু, সুবিধে হবে না। একেবারে ঢনঢন্।

রাজা—তার মানে! আমি কি—? (আনন্দকে) আমি এমনি জিগ্‌গেস করছিলাম। (হাসে) আমার অবস্থাও ওই রকম।

আনন্দ—(হাসে) আমারও।

কান্ত—রাজা, চল, ঘুরে আসি। (হাত দিয়ে কি ইঙ্গিত করে।)

রাজা—আপনি একটি পদার্থ।

(রাজা ও কান্তর প্রস্থান)

আনন্দ—(অনন্তকে) ও কি সত্যিই জমিদার ছিল নাকি ?

অনন্ত—কে জানে! বাপ-ঠাকুদ্দার ছিল হয়তো। সেই গরমে এখনও—

আনন্দ—হুঁ; যেন বসন্ত রোগ। রোগ সারে, কিন্তু দাগ মেলায় না। জমিদারীর গরম! জমি যায়, কিন্তু তার গরম কাটে না।

(ঈষৎ মত্ত অবস্থায় ঘণ্টুর প্রবেশ! হাতে একটা ভাঙ্গা বেহালা।)

ঘণ্টু—কই হে, তোমরা সব কোথায় ?

অনন্ত—উল্লুকের মত চেঁচাচ্ছিস্ কেন ?

ঘণ্টু—মাফ করো, ক্ষমা করো। ……জানো, আমার স্বভাবটাই অত্যন্ত নরম।

অনন্ত—আবার মদ খেয়েছিস্ তুই!

ঘণ্টু—ভরপেট। সকালবেলা দারোগা থানা থেকে বের ক'রে দিয়ে বললে, "আবার যদি মাতলামী করতে দেখি তো সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাব।" ফুঃ, হাসপাতালের ভয় দেখায়। আমি কি কাউকে কেয়ার করি ? আমার মনিব—তাকেও না। সেও তো মদ খায়। তার চরিত্তির নেই; আমার চরিত্তির আছে। হ্যাঁ, আমার চরিত্তির আছে: আমি কাউকে কেয়ার করি না। কিচ্ছু কেয়ার করি না। টাকা-পয়সাও না। দিয়ে দেখ দু' টাকা, আমি নেব না। পাঁচ টাকা—তাও না। দশ টাকা—

(রাণী এসে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।)

আনন্দ—তুমি মদ খাও কেন ?

অনন্ত—নির্বোধ।

ঘণ্টু—এই আমি বসে আছি; তোমরা আমায় কেটে ফেল, আমি কিচ্ছু মনে করব না। কেন করব? আমি কি কাউকে কেয়ার করি! হুঁঃ, থানাওলা বললে, "আবার যদি রাস্তায় মাতলামী করতে দেখি তো—" (কষ্টে উঠে দাঁড়ায়) আমি রাস্তার মাঝখানে শুয়ে থাকব, কোন্ শালা আমার কি করতে পারে। আমি কি কাউকে কেয়ার করি? (রাণীর দিকে নজর পড়ে। তার কাছে এগিয়ে যায়। হাঁটুর উপর বসে) রাণী, দিদি, ক্ষমা করো। আমি আজ একটুখানি মদ খেয়েছি।

রাণী—(চাপা কণ্ঠে) ঘণ্টু!

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা—তুই আবার এখানে এসেছিস্?

ঘণ্টু—(হেসে) কেমন আছেন, ভাল তো?

অন্নদা—আমি তোকে বলিনি যে, এ বাড়ীতে মোদো-মাতালের জায়গা নেই।

ঘণ্টু—(বেহালায় সুর বাঁধে) একটা কেত্তন শুনবেন?

অন্নদা—বেরিয়ে যা এখান থেকে।

ঘণ্টু—আহা, একটু দাড়ান না। নতুন শিখলাম গানটা। ......ওটা না শুনে আপনি আমাকে তাড়াতে পারবেন না।

অন্নদা—পাবি কিনা দেখাচ্ছি। (নিচু হয়ে কাঠের টুকরো খুঁজতে খুঁজতে) হারামজাদা, দুধের গন্ধ কাটেনি। যা তা বলে বেড়ান হচ্ছে আমার নামে। (কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে উঠে দেখে ঘণ্টু নেই। অনন্তকে) আমি তোমাকে বলে

যাচ্ছি, ওকে যদি ফের এখানে দেখতে পাই—

অনন্ত—আমি তোমাব পাহাবাদার না।

অন্নদা—পাহাবাদাব হও, আব ঝাড়ুদাব হও—আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না, তোমাকেই দেখতে হবে। বিনি পযসায ঘব দখল কবে বসে আছ, মনে নেই? ক'মাসের ভাডা বাকী? কদ্দিন দাওনি?

অনন্ত—মনে নেই।

অন্নদা—ঠিক আছে। আমিই মনে কবিযে দেব'খন। (ডানদিকেব কোনে ঘণ্টুব মুখখানা দেখা যায়।)

ঘণ্টু—চলে গেছে?

(আনন্দ ইসাবায় জানায, "না"।)

অন্নদা—(আনন্দকে) আপনি কে?

আনন্দ—আমি? —ভাডাটে।

অন্নদা—ক'দিনেব জন্যে?

আনন্দ—দেখি কেমন লাগে।

অন্নদা—টাকা-কডি আছে? ভাডা ঠিক মত দেবেন তো? আগাম একমাস লাগবে।

আনন্দ—দেব।

অন্নদা—দিন।

আনন্দ—আপনার ঘবে গিযে দিয়ে আসব'খন।

অন্নদা—মনে থাকে যেন। (কান্তর ঘবেব দিকে এগিযে যায। উঁকি মেবে দেখতে থাকে। ঘণ্টু আবার মুখ বেব কবে।)

ঘণ্টু—চলে গেছে?

অন্নদা—(ঘুবে দাঁডায়) ওরে ছোঁড়া! তুই এখনও যাস্ নি·

(ঘণ্টু কোনা থেকে বেরিয়ে আসে , দৌড়ে পালায়। আনন্দ হাসে। অন্নদা আবার কান্তর ঘরের দিকে দেখতে থাকে।)

অনন্ত—ও ঘরে নেই।

অন্নদা—(চমকে) কে ?

অনন্ত—কান্তবাবু।

অন্নদা—ও ঘরে আছে কি না, আমি জিগ্‌গেস করেছি তোমাকে ?

অনন্ত—না·· ···ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন কিনা।

অন্নদা—আমি দেখছি ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে কি না। একি ? উঠোনে এখনও ঝাঁট পড়েনি ? আমি কতবার বলেছি না সকালবেলা উঠোন ঝাঁট দিতে।

অনন্ত—আজ ঝাঁট দেওয়ার পালা ছিল নারায়ণের।

অন্নদা—কার পালা ছিল, আমি কিছু জানতে চাই না। · ···করপোরেশনের লোক এসে যদি কোন গণ্ডগোল করে তো আমি সবাইকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব।

অনন্ত—তাহলে খাবেন কি ?

অন্নদা—কাল থেকে যেন এতটুকু ময়লা না দেখি এখানে। (বাণীর দিকে নজর পড়ে) তুমি এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন উঠোনটা পরিষ্কার করতে পারনি ? · নন্দি এসেছিল ?

বাণী—জানিনা ······আমি দেখিনি।

অন্নদা—অনন্ত, আমার বোন এসেছিল

অনন্ত—হ্যাঁ (আনন্দকে দেখিয়ে), একে নিয়ে এসেছিল।

অন্নদা—আর ···· ·ও ঘরে ছিল তখন ·

অনন্ত—কে, কান্ত ? হ্যাঁ। ·· · নন্দি খগেনকে কি বলে গেছে।

অন্নদা—কে কাকে কি বলে গেছে, আমি জানতে চেয়েছি তোমার কাছে ?

· · · ম্যাগো জঞ্জাল, জঞ্জাল! থুঃ! পা ফেলা যায় না। ভাল কবে সাফ কবে ফেল।—এই বলে যাচ্ছি। কপালে জুটেছে যত হাবাতে· । (প্রস্থান)

অনন্ত—বড় বজ্জাৎ মেয়েছেলে।

বাণী—ওব মত অমন একটি বজ্জাৎ স্বামীব প'ল্লায পডলে অনেক মেয়েছেলেই ওই বকম বজ্জাৎ হযে যাবে।

আনন্দ—ওকি সব সময়ই এই বকম কবে নাকি?

অনন্ত—হ্যাঁ।······এখানে কেন এসেছিল জানেন? ওব পিবিতেব মানুষকে খুঁজতে—ওই কান্ত।

আনন্দ—ইস্ ·····ছি, ছি, ছি!—দুনিযায কতবকম লোক আছে। সবাই কর্তালি কবতে চায। কিন্তু তবু দেখ—কোথাও কোন আইন খাটছে না। সব জঞ্জাল।

অনন্ত—আইন কবলেই হয না, আইন খাটাবাব যোগান্য থাকা চাই। সতিাই উঠনটা বড ·· মরুক গে বাণী দিদি লক্ষ্মীটি, একবাব ঝাঁটাটা ধব।

বাণী—পাবব না। আমি তোমাদের ঝি নাকি? মাইনে দিযে বেখেছ?

আনন্দ—কিন্তু তুমিই তো বই পড়ে একটু আগে কাঁদছিলে না, এব মধ্যে এত বাগ·· ··ওব সঙ্গে ঝগডা····· ।

বাণী—হ্যাঁ, আমি সর্বাব সঙ্গে ঝগডা কবব, তাবপব বই নিযে বসে বসে কাঁদব। আব কবব কি! ঘবে আমাব—(সতিাই কান্না পায়। মুখ ঘুবিযে দাওযাব উপব বসে।)

অনন্ত—বেশী কেঁদ না। জীবন ভোব অনেক কান্না বাকী আছে এখনও।

আনন্দ—কিন্তু কেন! কিজন্যে কাঁদবে?

(বাণী মাথা নাড়ে। কোন জবাব দিতে পারে না।)

আনন্দ—না না, কান্না ভাল না, ওতে কোন ভাল হয় না।—কই, দেখি
তোমাদের ঝাঁটা কোথায় ? আমিই ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছি।

অনন্ত—ওই কোনায় রয়েছে।

(আনন্দ ঝাঁটা আনতে বাইরে যায়।)

অনন্ত—বাণী, দিদি !

বাণী—কি ?

অনন্ত—অন্নদা ঘণ্টুকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে কেন ?

বাণী—ঘণ্টু নাকি পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে যে, কান্ত আর অন্নদাকে দেখতে
পাবে না, সে এখন নন্দিকে চায়, ওকে পেলেই অন্নদাকে ছেড়ে
দেবে।—ওঃ, আমি আর সইতে পারছি না। এই পোড় বস্তী
আমি ছেড়ে দেব। থাকব না এখানে।

অনন্ত—কোথায় যাবে ভাই ?

বাণী—জানি না। কিন্তু এই কুচ্ছিৎ- । আমি এখানে থাকতে
পারব না।

অনন্ত—তুমি কোথাও থাকতে পারবে না। আমাদের কোথাও জায়গা
নেই। কোথাও না।

(বাণী আবেগ রোধ করে প্রস্থান করে।)

(হলধরের প্রবেশ। কনষ্টেবলের পোষাক তার পরনে।
পিছনে পিছনে ঢোকে আনন্দ, তার হাতে ঝাঁটা।)

হলধর—আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

আনন্দ—সবাইকে কি আপনি আগে দেখেছেন ?

হলধর—দেখা উচিত 'আমার এলাকার সবাইকেই আমার চেনা
উচিত···· কিন্তু আপনাকে তো চিনি না।

আনন্দ—তার কারণ, আমি আগে যেখানে থাকতাম, আপনার এলাকাটা

তদ্দূর পর্যন্ত পৌঁছযনি।

হলধব—আমার এলাকাটা অবশ্য ছোটই। কিন্তু অনেক বড এলাকার চেয়ে খাবাপ। এই তো, ডিউটি শেষ হল, বাড়ি আসব। এমন সময় দেখি বাস্তার ঠিক মাঝখানে তোমাদেব ঘণ্টু টান হয়ে শুযে আছে। "আমি কিচ্ছু চাই না, আমি কাউকে কেয়াব কবি না"—মদ খেযে দিন-দুপুবে মাতলামী। গাডীঘোডাব বাস্তা—মবলে তো ভুগতে হবে আমাকেই। আমাব আবাব—

অনন্ত—আজ আসবেন নাকি বাত্রে। একহাত পেলা যেত।

(আনন্দব প্রস্থান)

হলধব—বাত্রে '—আসব। ও, কান্তবাবুব খবব কি ?

অনন্ত—নতুন কিছু নয। বেঁচে আছে......আব প্রেম কবছে।

হলধব—প্রেম।..... ও, শুনছিলাম বটে, ওব সম্পর্কে। তোমবা কিছু শোননি ?

অনন্ত—আমবা চিবকাল শুনেই থাকি।

হলধব—কিন্তু এ ব্যাপাবে আমাদেব অন্নদাব নামটাও যে জডিযে ফেলেছে। (অনন্তব খুব কাছে এগিযে আসে) তোমবা কিছু দেখেছ ?

অনন্ত—কি ?

হলধব—মানে .....ঐ ব্যাপাবে—। তোমবা সবই জান। লুকোচ্ছ কেন আমাব কাছে ?

অনন্ত—লুকোব কেন ?

হলধব—ঠিক, তোমবা লুকোবে কেন ? .....কান্তব সঙ্গে অন্নদার যদি কিছু হযে থাকে—সবাই জানে। কিন্তু......। আমার ভাবী

বয়ে গেছে ; আমার নিজের তো কেউ নয়। ......কিন্তু বদনাম যে দেয় আমাকেও। কি যে হয়েছে! একটা ছুতো পেলে আর রক্ষে নাই। (কামিনীর প্রবেশ) এই যে (মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে হলধরের), এসে গেলে এর মধ্যে ?

কামিনী—(হলধরের দিকে একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে) আচ্ছা অনন্ত, আমার পেছনে যে রকম লেগেছে তাতে আমি ওকে কথা না দিয়ে পারি কি করে বল তো ?

অনন্ত—কথা না দিয়ে লাভ কি? কিছু না হোক, পয়সা কড়ি কিছু আছে। এবারে দুজনে দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়। (হলধরকে) বিয়ে করে ফেলুন না।

হলধর—কে ? আমি ? ওকে ? কেন ?

কামিনী—ওরে বড়ো! এখন "কেন ?" এতকাল আমায় জ্বালিয়ে এসে এখন বলে—। আচ্ছা, আবার আমার কাছে এস বিরক্ত করতে। কামিনী একবারের বেশী দু'বার কথা দেবে না।

অনন্ত—প্রথমবার তোমার কথাতেই তোমার বিয়ে হয়েছিল বুঝি

কামিনী—না, তখন ছোট ছিলাম তো। কিন্তু সয়েছি অনেক। ঠেঙানী খেয়ে হাড় পেকে গেছে। (হলধরের দিকে তাকিয়ে) এবারে ভেবেছিলাম, দু'জনেরই তো বয়েস হয়েছে, দু'জনেই দোজ-পক্ষ।... ...

হলধর—ঠেঙানী খেয়েছ তো পুলিশে নালিশ করনি কেন ?

কামিনী—নালিশ করেছি..... ভগবানের কাছে। কিন্তু কিছু হয়নি—স্বামীটা মরে গেল।

হলধর—পুলিশের আইন আজকাল এসব ব্যাপারে ভয়ঙ্কর কড়া। কোন

রকম অশান্তি আর বরদাস্ত করা হয় না।

(লক্ষ্মীকে নিয়ে আনন্দর প্রবেশ)

আনন্দ—(লক্ষ্মীকে) এই দুর্বল শরীরে এত হাঁটাহাটি কি ভাল! ...... কোন্ ঘরে যাবে ?

লক্ষ্মী—(হাত দিয়ে দেখায়) ঐটায়।

কামিনী—(লক্ষ্মীকে দেখিয়ে) ঘরের বউ ; চেয়ে দেখ কি অবস্থা হয়েছে।

আনন্দ—একা চলতে পারে না। দেয়াল ধরে ধরে অতি কষ্টে এইদিকে আসছিল। এই বুঝি পড়ে যায়—এই রকম অবস্থা। ...... তোমাদের ওকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

কামিনী–ঠিক বলেছেন, এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। —ওর চাকরটা বোধ হয় বাইরে কোন কাজে গেছে।

আনন্দ—ঠাট্টা করছেন! এতে ঠাট্টার কি আছে? মানুষ......বেঁচে থাকলেই কাজে লাগে।

হলধর ওর দিকে একটু নজর রাখা দরকার। বেঘোরে কিছু একটা হলে বিপদ হবে।

আনন্দ—ঠিক বলেছেন, দারোগাবাবু।

হলধর—আমি দারোগা নই।

আনন্দ—তাহলেও—আপনার দিকে তাকালে কেমন শ্রদ্ধা হয়।...... একটা ভাল মানুষ।

(নেপথ্যে প্রচণ্ড সোরগোল ওঠে। তার মধ্যে অন্নদার ক্রুদ্ধ চিৎকার, নন্দিনীর আর্তস্বর পরিষ্কার শোনা যায়।)

হলধর—আবার কি হল ?

অনন্ত—অন্নদা বোধহয় নন্দির ওপর আবার মারধোর সুরু করেছে।

হলধর—দেখা দরকার। —ওঃ, এই ডিউটিই আমায় পাগল করবে।

কি দায় পড়েছে আমার দু'জনকে ছাড়িয়ে দেবার! আইন পালটে দেওয়া উচিত। করুক মারামারি।

অনন্ত—(ঘরে যেতে যেতে) আপনার বডকর্ত্তাকে বলে আইনটা পাল্‌টে নিন। খাটুনি কমবে।

(জটাধর দ্রুত প্রবেশ করে)

জটাধর—(উত্তেজিত) হলধর! শিগ্‌গীর এসো। অন্নদা—মেরে ফেললে, নন্দিকে। শিগ্‌গীর এসো— (দ্রুত প্রস্থান)

(আনন্দ ও লক্ষ্মী ছাড়া সকলের প্রস্থান)

লক্ষ্মী—নন্দি—বড় দুঃখী।

আনন্দ—কে কাকে মারছে বললে?

লক্ষ্মী—আমাদের বাড়িওলী অন্নদা—তার বোনকে।

আনন্দ—মারছে! কেন?

লক্ষ্মী—এমনি। গায়ের তেল বেশী হয়েছে, তাই।

আনন্দ—তোমার নামটি কি বললে যেন?

লক্ষ্মী—লক্ষ্মী।—আপনি বুঝি এ বাড়িতে নতুন এসেছেন? (অল্প হাসে) আপনার দিকে তাকালে আমার বাবার কথা মনে পড়ে. দু'জনকে ঠিক এক রকম দেখতে। বাবা খুব ভালমানুষ ছিল। আপনিও······খুব ঠাণ্ডা।

আনন্দ—অনেক পোড় খেয়েছি কিনা। তাই এখন আর উত্তাপ নেই। ঠাণ্ডা মেরে গেছি। (হাসে)

(আনন্দ লক্ষ্মীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। লক্ষ্মী হাত ধরে। দু'জনে ঘরের দিকে এগোতে থাকে।)

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্যসজ্জা পূর্ববৎ। গগন, অর্জুন সিং, রাজা ও বিশ্বনাথন ডানদিকের ঘরের দাওয়ায় বসে তাস খেলছে। খগেন ও নারায়ণ তাস খেলা দেখছে। হলধর ও অনন্ত উঠুনের বাঁদিকে দাবা নিয়ে বসেছে। দুই দলের সামনে দুটো বাতি। তারই স্বল্প আলোয় দেখা যায় বাঁদিকে ঘরের দাওয়ায় খাটিয়ার ওপর বসে আছে আনন্দ ও লক্ষ্মী সময়—রাত্রি।]

বিশ্বনাথন—এই শেষ দান। আমি আর খেলব না।

অনন্ত—সিংজী তোমার সেই গানটা গাও তো—'সূর্য অস্ত হো গয়া।'

(গান গেয়ে ওঠে।)

অর্জুন সিং—(সুর মেলায়) 'গগনমস্ত হো গয়া—'

বিশ্বনাথন—(রাজাকে) ভাল করে ফাঁট না। খেলতে বসে চুরি করলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

অনন্ত ও অর্জুন—'সূর্যমস্ত হো গযা, গগনমস্ত হো গয়া।'

লক্ষ্মী—অপমান, জুলুম, ঝগড়া, মারামারি—সবই আমি দেখেছি।

আনন্দ—তাতে কি হয়েছে ?

হলধর—(অনন্তকে) এ্যাই, ঘুঁটি সরাচ্ছ কেন ?

অনন্ত—কোথায় সবালাম !

বিশ্বনাথন—(গগনকে) তুমি তাস লুকোলে যে ! (অর্জুনকে) আমি দেখেছি, চিঁড়ের টেক্কা—

অর্জুন—ছোড়ো ভাই। এদের সঙ্গে খেলতে বসলে আমাদের হার হবেই। ……অনন্তবাবু, ফিন্ সুরু কর।

লক্ষ্মী—নিজে পেট ভরে কোনদিন খেতে পারিনি—আর একজনের ভাগে যদি কম পড়ে যায়। …আস্ত কাপড়—ভুলে গেছি। —কিন্তু কেন ?

আনন্দ—তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। ……ভয় কি! আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

নারায়ণ—(অর্জুনকে) আরে বিবিটা দাও না।

রাজা—আমার হাতে টেক্কা আছে।

খগেন—ওরা জিতবেই।

গগন—নিশ্চই। জেতাই আমাদের অভ্যেস।

হলধর কিস্তী। (চাল দেয়)

অনন্ত—এসো। (চাল দেয়)

লক্ষ্মী—আমি আর পারছি না।……

খগেন—এই, তোমরা এবার খেলা বন্ধ কর। ওদিকে—

নারায়ণ—(বিশ্বনাথনকে) নিজে খেলতে পারবে না, আবার পরের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে।

খগেন—কই !—

রাজা—(খগেনকে) ওদিকে যাও। ভাল না লাগে, এখান থেকে কেটে পড়।

বিশ্বনাথন—আচ্ছা, এসো আর এক দান। এই শেষ। ……পকেট একেবারে খালি হয়ে গেল।

(খগেন অনন্তর পাশে এসে বসে।)

লক্ষ্মী—আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে,—আচ্ছা, পরজন্মেও কি আমাকে

এই রকম কষ্ট পেতে হবে !

আনন্দ—না, না। সেখানে কষ্ট পাবে কেন?—তুমি একটু চুপ করে বিশ্রাম নাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।—পরজন্মে কোন কষ্ট নেই, খালি শান্তি; কোন অশান্তি নেই সেখানে।—তুমি একটু চুপ করে থাক। এই সময় উতলা হতে নেই। (বাইরে যায়)

অনন্ত—(গান) 'ময়দানোঁমেঁ ঝুম্‌কে নিকলে লাখো হি মস্তানে।'

অর্জুন ও অনন্ত—(গান) 'তলোয়ারোঁকো চুম্‌কে নিকলে লাখো শিনা তানে।'—

বিশ্বনাথন—(চেঁচিয়ে ওঠে) এ্যাই, ওখানে তাস রাখছ যে ?

রাজা—(ধরা পড়ে যায়। ইতস্ততভাবে) তাহলে কোথায় রাখবে ? তোমার নাকের ডগায় ?

নারায়ণ—রাজা, এতটা ঠিক না। তুমি একেবারে পুকুর চুরি করছ।

বিশ্বনাথন—ও, বুঝেছি। আমাকে তোমরা চুরি করছ ! বেশ, আমি আর খেলব না।

গগন—বেশ, খেল না। আমরা যে চুরি করি কে না জানে ? জেনেশুনে খেলতে আস কেন ?

রাজা—হেরেছে তো মোটে সাড়ে দশ আনা। কিন্তু এমন করছে, যেন ওর সাত শো মানিক খোয়া গেছে।

বিশ্বনাথন—(ক্রুদ্ধ) কিন্তু তোমরা ভাল করে খেল না কেন ?

গগন—ভাল করে খেলব কেন ?

বিশ্বনাথন—কি বললে, ভাল করে খেলবে কেন ?

গগন—হ্যাঁ, ভাল করে খেলব কেন ?

বিশ্বনাথন—কেন, জান না ?

গগন—না, জানি না। তুমি জান ?

(বিশ্বনাথন থুথু ফেলে।)

বিশ্বনাথন—চোট্টা। (সবাই হেসে ওঠে।)

অর্জুন—(শান্তভাবে) এ বিশ্বনাথ, তুমি বোঝো না। ভাল করে খেললে সব সময় জেতা যায় ?

বিশ্বনাথন—নাই জিতল।

অর্জুন—বা, তাহলে পয়সা রোজগার হবে কি করে ?

বিশ্বনাথন—চুরির পয়সা—ও' ভাল না। ......ভাল থাকা উচিত।

অর্জুন- ওঃ হো, সেই পুরানা বাত। ছোড়ো। ..... বাহার চলো, কাম আছে। অনন্তবাবু! (গান ধরে)

'তলোয়ারোঁ কো চুম্‌কে নিকলে লাখো শিনা তানে।'

অনন্ত—(গান) 'ময়দানোঁ মেঁ ঝুম্‌কে নিকলে লাখো হি মস্তানে।'

অর্জুন—(বিশ্বনাথনকে) চলো ভাই।

'ও জিনা হি ক্যা জানেগা জো ন, মরনা জানে'......

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

(বিশ্বনাথন একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রাজার দিকে তাকায়। তারপর বেরিয়ে যায়।)

গগন—তুমি না এককালে রাজা ছিলে ? একখানা তাস লুকোবার কেরামতি নেই, কিসের রাজা হে !

রাজা—(সহাস্যে) শালা একেবারে শকুনের নজর দিয়ে বসে আছে।

নারায়ণ- কিছু না......নিজের ওপর তোমার মোটেই আস্থা নেই। ও জিনিষটা না থাকলে কিচ্ছু হবে না।

হলধর—আমার শুধু রাজা। তুমি তো রাজা মন্ত্রী দু'টোই নিয়ে বসে আছ।

অনন্ত—খেলতে পারলে এক রাজাই যথেষ্ট। —আপনার চাল।

খগেন—আর কি হবে! আপনার তো হয়ে এসেছে।

হলধর—চুপ কর। কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর ভ্যাজর ভ্যাজর।
—এ খেলার বোঝ কিছু ?

গগন—মোট জিৎ তের আনা তিন পয়সা।

নারায়ণ—ওর মধ্যে তিন আনা তিন পয়সা আমার পাওয়া উচিত।
······কিন্তু মাত্তর তিন আনা তিন পয়সায় কি হবে ?

(আনন্দর প্রবেশ)

আনন্দ—বিশ্বনাথকে তাড়িয়েছ তাহলে! বেশ। জলের দোকান এখনও খোলা আছে। যাও, ঘুরে এস।

রাজা—(গগনকে) চল হে।

গগন—না, আজ আমি খাব না। আমি আজ ঠাণ্ডা মাথায় বসে বসে দেখব, মদ খেয়ে তোমরা কি রকম কব।

রাজা—নতুন কিছু না। না খেয়ে যেমন করি ; ওই একই বকম।

নারায়ণ—আসুন দাদু, আপনাকে একটা আবৃত্তি করে শোনাই।

আনন্দ—এ্যাঃ! কি ?

নারায়ণ—কবিতা। আবৃত্তি।

আনন্দ—কবিতা! কবিতা দিয়ে আমি কি কবব ?

নারায়ণ—শুনলে ভাল লাগতে পারে!

গগন—কি হে নারায়ণ, যাবে নাকি ?

(গগন ও রাজার প্রস্থান)

নারায়ণ—যাচ্ছি ; তোমরা এগোও। হ্যাঁ, শুনুন······এটা হচ্ছে (চিন্তা করে)······কি যেন কবিতাটাব নাম!······প্রথম লাইনটা হচ্ছে······(ভাবতে থাকে) ভুলে গেছি—কিচ্ছু মনে নেই।

অনন্ত—কিস্তী। রাজা ঢাকুন।

হলধর—ইস্‌, আগের চালটা বড় ভুল হয়ে গেছে।

নারায়ণ—আগে আমার শরীরটা যখন ভাল ছিল—ভেতরটা একদম ঝাঁঝরা হয়ে যায়নি—তখন অনেক কিছু মনে থাকত। এখন একটা লাইনও মনে পড়ছে না।······আমি সবাইকে আবৃত্তি করে শোনাতাম, সবাই শুনত, খুব ভাল লাগত তাদের। আরও শুনতে চাইত। আমি বুক টান করে এইভাবে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করতাম (থেমে যায়)। একটা কথাও মনে নেই। অমন ভাল কবিতাটা—সব ভুলে গেছি। (আনন্দর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকায়) বড খারাপ লাগে যে!

আনন্দ—এককালে কবিতা ভাল লাগত, তাই মনে ছিল। এখন মনে নেই—কিন্তু তাতে কি হয়েছে! তুমি—

নারাযণ—মদ খেযে আমি সব জলে দিযেছি। মনটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। আমার আর কিচ্ছু নেই।······কিন্তু কেন এমন হল জানেন, নিজেকে এইভাবে নষ্ট করে ফেললাম কেন?—আমাব নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না।

আনন্দ—ও কিছু নয়। তুমি ওষুধ খাও, ভাল হয়ে যাবে। ওরা তো বিনি পযসায় ওষুধ দেয়। আর, তুমি যে মদ খেয়ে শরীর খারাপ করেছ, এজন্যে তোমাকে ওরা এতটুকু ঘেন্না করবে না। বরং তুমি নিজে থেকে ওদের কাছে চিকিৎসা করাতে গেছ, এতে ওরা খুশীই হবে।

নারায়ণ—কোথায়? কাদের কাছে?

আনন্দ—ওটা হচ্ছে—কোথায় যেন—বড় চমৎকার নামটা .....মনে পড়ছে না।······আচ্ছা, আমি তোমাকে পরে জানিয়ে দেব'খন।

তুমি ইতিমধ্যে এক কাজ কর। মদটা ছেড়ে দাও। আর, নিজের মনটাকে বেশ শক্ত করে ধরবার চেষ্টা কর দেখি। দেখবে, তুমি ভাল হয়ে গেছ। আবার নতুন করে তুমি বাঁচতে সুরু করেছ।......বেশ ভাল হবে না!

নারায়ণ—আবার নতুন করে! সুরু থেকে!......হ্যাঁ, মন্দ হবে না। (মনে মনে হাসে) আবার গোড়া থেকে।......দাদু, আমি কিন্তু চেষ্টা করলে আবার গোড়া থেকে সুরু করতে পারি। পারি না?

আনন্দ—কেন পারবে না! মানুষ ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে। যদি কেউ মনে করে—

নারায়ণ—(বাধা দিয়ে) আপনি যেন কেমন।......আচ্ছা, চলি।

(প্রস্থান)

লক্ষ্মী—দাদু!

আনন্দ—এঁ্যা! কি বলছ ভাই!

লক্ষ্মী—এখানে একটু বসুন। (পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দেয়।)

(খগেন উঠে এসে লক্ষ্মীর সামনে দাঁড়ায়। ভাব দেখে মনে হয় সে লক্ষ্মীকে কি বলতে চাইছে।)

আনন্দ—(খগেনকে) কিছু বলবে?

খগেন—নাঃ। (সদ্রে উইংসের কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দ্রুত বেরিয়ে যায়। আনন্দ তার দিকে চেয়ে দেখে।)

আনন্দ—তোমার স্বামী কিন্তু লোক খারাপ না।

লক্ষ্মী—আমি আজকাল আর ওর কথা ভাবতে পারি না।

আনন্দ—ও তোমার ওপর খুব জুলুম করত বুঝি!

লক্ষ্মী—ওর জন্যেই আজ আমার—

অনন্ত—(খেলতে খেলতে) আমার বউকে ভালবাসত একটা লোক। চমৎকার দাবা খেলত।

হলধর—(মুখ তুলে অনন্তর দিকে তাকায়) হুঁ।

লক্ষ্মী—বড় কষ্ট হচ্ছে দাদু।

আনন্দ—ও কিছু না। তেল ফুরিয়ে গেলে পিদীমের বুক জ্বলতে থাকে। —আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সব ঠিক হয়ে যাবে দিদি। মবতে কোন কষ্ট নেই; কেবল শান্তি। মরণ ছাড়া আমাদেব আব শান্তি কোথায়।

(কান্তর প্রবেশ। ঈষৎ মত্ত অবস্থা—গম্ভীর। ওপাশেব দাওয়াব উপর চুপ করে বসে থাকে। নিশ্চল।)

লক্ষ্মী—কিন্তু পরজন্মে গিয়েও যদি এই রকম কষ্ট পেতে হয়।

আনন্দ—না, না। পরজন্মে কোন কষ্ট নেই। তুমি শুনে বাখ আমাব কাছে, পবজন্মে কোন অশান্তি নেই। ... ..তাবপব তোমাকে যখন তার সামনে নিয়ে হাজিব কববে, তখন... .., তুমি এ জন্মে এত কষ্ট পেয়েছ......তিনি বলবেন—

হলধব—তিনি কি বলবেন, আপনি কেমন কবে জানলেন?

(হলধরেব কথা শুনে কান্ত মুখ তুলে তাকায এবং এদেব কথা শুনতে থাকে।)

আনন্দ—আমি—জানি বলেই তো বলছি।

হলধর—ও।

অনন্ত—কিস্তী।

হলধর—(চম্‌কে) এ্যাঃ!

আনন্দ—(লক্ষ্মীকে) তারপব তিনি তোমাব দিকে তাকিয়ে দেখবেন—এমন সুন্দব সেই চোখের দৃষ্টি! তিনি বলবেন, হ্যাঁ, ও অনেক

কষ্ট পেয়ে এসেছে। এখন ওকে শান্তিতে থাকতে দাও। ওকে—

লক্ষ্মী—ওঃ, এত শান্তি সেখানে! ……এখানে একটু যদি আরাম পেতাম!

আনন্দ—সব পাবে, তুমি চুপ করে ঘুমোও। কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। মনে হবে, তুমি যেন ছোট্ট মেয়ে, তোমার মা এসে তোমাকে যেন—

লক্ষ্মী—আচ্ছা দাদু, আমি তো আবাব সেরেও উঠতে পারি?

আনন্দ—পার। কিন্তু তাতে লাভ কি? বেঁচে থাকলেই তো কষ্ট পেতে হয়।

লক্ষ্মী—তা হোক। পরজন্মে যদি সুখ পাই, তাহ'লে ‥ এখানে আব কিছুদিন……। আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে দাদু, বেঁচে থাকতে বড ভাল লাগে।

আনন্দ—পরজন্মে মানুষ ভালই থাকে, সুখ পায়।

কান্ত—(উঠে দাঁড়ায়) আপনি বলছেন! ……কিন্তু আপনার কথা তো সত্যি নাও হতে পারে।

লক্ষ্মী—(চমকে) এঁ্যাঃ! কি বললে ও?

আনন্দ—তুমি কি বল্‌লে ভাই?

হলধর—কি হয়েছে? এত চেঁচামেচি কিসেব? একটু চুপ করে থাকতে পার না?

কান্ত—(হলধরের কাছে যায়) চেঁচামেচি! কোথায?

হলধব—কোথায় মানে? আমি শুনিনি, তুমি চেঁচাচ্ছিলে! ……চুপ করে বসে থাক।

কান্ত—তুমিই তো—

আনন্দ—(কান্তকে বাধা দেয়) আঃ, তোমরা একটু চুপ কর। মেয়েটা এদিকে......। শেষ সময়ে একটু শান্তি দাও।

কান্ত—বেশ, চুপ করলাম আপনার কথামত। (আগের জায়গায় গিয়ে বসে) বড় মজার লোক আপনি। মিথ্যে কথাগুলো এমন সুন্দর করে বলেন! ......ভাল কথা তো কেউ বলে না। ......আপনার ওই মিথ্যে কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল। আরও বলুন, শুনি।

অনন্ত—(আনন্দর কাছে যায়। লক্ষ্মীকে দেখিয়ে) সত্যিই ও— ?

আনন্দ—মনে হয়।

অনন্ত—তার মানে, ওর ওই ভুতুড়ে কাশি আমাদের আর শুনতে হবে না!

হলধর—কি বলছ তুমি?

কান্ত—হলধর!

হলধর—তার মানে? আমাকে নাম ধরে ডাকার পারমিশন্ তোমাকে কে দিয়েছে?

কান্ত—হলধরবাবু! নন্দি এখন কেমন আছে?

হলধর—তা দিয়ে তোমার কি দরকার?

কান্ত—বলই না। ......অন্নদা ওকে খুব মেরেছে, না?

হলধর—তা দিয়ে তোমার কোন দরকার নেই। ওসব আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার; তার মধ্যে তুমি বাইরের লোক নাক গলাতে যাও কেন?

কান্ত—বাইরের লোক! আমি ইচ্ছে করলে আজ রাত্রেই নন্দিকে বিয়ে করে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি, তা জান?

হলধর—মানে! তুমি আমার পরিজনকে নিয়ে পালিয়ে যাবে!

—আমি কে জান? চুরির পয়সায় পেট চালাও, এখনও কিছু বলিনি ; কিন্তু—

কান্ত—একদিনও আমার চুরি ধরতে পেরেছ?

হলধর—ভয় নেই ···· ধরবো যেদিন মজা দেখিয়ে ছাড়বো।

কান্ত—আমিও ছেড়ে দেব না। কোর্টে দাঁড়িয়ে তোমাদের ঘরোয়া কেচ্ছার হাঁড়ি ফাটিয়ে তবে ছাড়বো।

হলধর—কেচ্ছা মানে?......তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে ভেবেছ?

কান্ত—নিশ্চই করবে—কারণ আমার সব কথা সত্যি! ······তোমাকেও বাদ দেব না······দশ-ছয় ভাগের কথা—

হলধর—মিথ্যে কথা। ······আমি তোমার কি ক্ষেতি করেছি যে, তুমি আমার নামে এই সব মিথ্যে কথাগুলো—

কান্ত—ক্ষেতি করনি ; তবে ভালও করনি।

আনন্দ—হুঁ।

হলধর—(আনন্দর দিকে চেয়ে) 'হুঁ' মানে! আপনি এর মধ্যে নাক গলাচ্ছেন কেন? জানেন, এসব আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার?

অনন্ত—(আনন্দকে) আর এগোবেন না দাদু ; আমরা দূরেই থাকি।

আনন্দ—হ্যাঁ, দূরেই থাকবো।······কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি যদি ভাল না করে থাকেন, তাহলে একদিকে ওর ক্ষতিই করেছেন বলতে হবে।

হলধর—কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে—আপনি মশাই কোথাকার কে—
(দ্রুত প্রস্থান)

আনন্দ—ভদ্রলোক রাগ করলেন।

কান্ত—হ্যাঁ।······এখন এই সব কথা গিয়ে লাগাবে অন্নদার কাছে।

অনন্ত—এমন এক-একটা কাণ্ড ক'রে বসো। কি দরকার ছিল অত

মেজাজ দেখাবার ! এখন আবার ঐ নিয়ে······
কান্ত—কিচ্ছু হবে না—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ? অন্নদা কি করবে ? খানিক চেঁচামেচি করবে—এই তো ? ওতে আমার কিস্যু হবে না।
আনন্দ—কিন্তু এই গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি কদিন থাকতে পারবে ? বাড়ীওলার সঙ্গে গণ্ডগোল করে······। তুমি আর কোথাও সরে যাও।
কান্ত—কোথায়। আন্দামানে ?
আনন্দ—আন্দামানে ? না···হ্যাঁ···তাও যেতে পার ; সেখানেও লোকের দরকার······তোমার মত লোক সেখানে—
কান্ত—বিনা পয়সায় পাঠালে আমি যেতে রাজী আছি।
আনন্দ—তুমি ভাল হয়ে যাবে ; সেখানে গেলে তুমি হয়ত নতুন কোন রাস্তা দেখতে পাবে।
কান্ত—আমার রাস্তা অনেক দিন আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে।······ আমার বাবা চুরির দায়ে জেল খেটেছিল—বুড়ো বয়স পর্যন্ত। আমিও চুরি শিখেছি।······আমি যখন ছোট—এই এতোটুকু—পাড়ার লোকে আমাকে ডাকত—"চোর"—"চোরের বাচ্ছা।" ······আমার বাবা চোর ছিল।
আনন্দ—আন্দামান খুব ভাল জায়গা। তুমি যদি খাটতে পার আর যদি তোমার বুদ্ধি থাকে—তাহলে দেখবে—দু'দিন পরে তোমার মনে হচ্ছে—তুমি যেন নিজের ঘরে বসে আছো—তোমার নিজের ঘর, নিজের দেশ।—এমন চমৎকার !
কান্ত—চমৎকার ! নিজের ঘর। কেন মিথ্যে কথা বলছেন ?
আনন্দ—এ্যাঁ, কি বললে ?
কান্ত—কানে শুনতে পান না ? মিথ্যে কথা বলছেন কেন ?

আনন্দ—তার মানে, এই যে-সব কথাগুলো বললাম, সব মিথ্যে ?

কান্ত—সব।······এখানে ভাল, ঐ দেশ খুব চমৎকার, সেদেশে দুঃখ্যু নেই, —মিথ্যের বেসাতি !······কেন মিথ্যে বলেন ?

আনন্দ—মিথ্যে নয়; তুমি গিয়ে দেখে এসো। দেখে তখন বলবে—হাঁ্যা—আমি বলেছিলাম। ·····আর তাছাড়া—সত্যি কথায় তোমার কি কাজ ?······সত্যি কথা কি সবাই সইতে পারে ? কত লোক তো সত্যি দেখে—

কান্ত—আমার কাছে সব সমান।

আনন্দ—বোকা ছেলে ! এভাবে নিজেকে মিটিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই।

অনন্ত—তোমরা কি বকছ ! সত্যি কথা···· ··ও—কান্ত সত্যি কথা শুনতে চাইছে ? (কান্তর কাছে যায়) তুমি জান না—

কান্ত—(হাত তুলে বাধা দেয়) চুপ কর। আচ্ছা আপনি বলুন তো ····· ভগমান আছে ?

(আনন্দ হাসে—কিন্তু জবাব দেয় না।)

কান্ত—কই, বলুন—ভগমান আছে ?

অনন্দ—যদি তুমি বিশ্বাস কর, তাহলে আছে; বিশ্বাস না করলে নেই। তুমি যা বিশ্বাস করবে তাই আছে—, বিশ্বাস না করলে কিছুই নেই।

(কান্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে আনন্দর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।)

অনন্ত—চা খেয়ে আসি। যাবে নাকি ?

আনন্দ—(কান্তকে) কি দেখছো ?

কান্ত—কিছু না। শুনুন, আপনি বলছেন—

অনন্ত—তাহলে আমি চললাম।

(যাবার পথে অন্নদার সঙ্গে দেখা হয়; অন্নদার প্রবেশ।)

কান্ত—ভাল, মন্দ·····

অন্নদা—(অনন্তকে) নন্দি এখানে এসেছে ?

অনন্ত—না।　　　　　　　　　　　　　　　　(প্রস্থান)

কান্ত—ওঃ! আবার এসেছে।

অন্নদা—(লক্ষ্মীর কাছে যায়) কেমন আছে ?

আনন্দ—ওকে বিরক্ত কোর না।

অন্নদা—আপনি এখানে কি করছেন ?

আনন্দ—কিছু না। যদি বলেন তো চলে যাই।

অন্নদা—(কান্তর ঘরের কাছে যায়) কান্তবাবু! তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

(আনন্দ তার ঘরে চলে যায়।)

অন্নদা—কান্ত!

কান্ত—না—তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। .... আমি শুনবো না।

(অন্নদা লক্ষ্মীর কাছে যায়—ভাল করে দেখে আবার ফিরে আসে......পেছনে পেছনে আনন্দ একটা বিছানা নিয়ে ঢোকে ; লক্ষ্মীর পাশে শুয়ে পড়ে।)

অন্নদা—কেন ?

কান্ত—আমার ভাল লাগে না।

অন্নদা—আমাকেও না ?

কান্ত—না—তোমাকেও না।

(অন্নদা আর একবার লক্ষ্মী ও আনন্দকে দেখে কান্তর কাছে আসে।)

কান্ত—কি চাই তোমার ?

অন্নদা—কি চাইব ? চাওয়ার আর কি আছে ? ভাল করেছ তুমি সাফ কথা বলে।

কান্ত—সাফ কথা ? কোনটা ?

অন্নদা—যে, আমাকে তোমাব আর ভাল লাগে না। (কান্ত অন্নদার দিকে চেয়ে থাকে) কি দেখছ ?……চিনতে পারছ না ?

কান্ত—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দেখছি……তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর। (অন্নদা কান্তব কাঁধে হাত রাখে—কান্ত সরিয়ে দেয়।) কিন্তু তুমি আমার মনে এতোটুকু দাগ কাটতে পারলে না। দু'জনে এতদিন একসঙ্গে কাটালুম—তবু তোমাকে আমার ভাল লাগেনি। একদিনও না।

অন্নদা—বুঝলাম।

কান্ত—ভাল করেছ। এবাবে—

অন্নদা—তুমি আব কাউকে ভালবেসেছ ?

কান্ত—তা জেনে তোমার কি লাভ ? যদি বেসেই থাকি, তাকে পাইয়ে দেবার জন্যে তোমাকে ডাকব না।

অন্নদা—ডাকলে পাবতে—হয়ত কাজে লাগতাম।

কান্ত—কি কাজ ?

অন্নদা—কেন বোকা বুঝছ ? আমি জানি না—কাকে তুমি চাও !…· কিন্তু এতোদিন আমাব সঙ্গে ভালমানুষী করে এখন হঠাৎ—

কান্ত—হঠাৎ নয়। আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমাব। আমরা পুরুষ, আমাদের মন নেই—বুঝি না। কিন্তু তুমি ? মন নেই তোমাব ? বোঝনি কিছু ?

অন্নদা—ঠিক আছে। ছেঁড়া কাঁথা টানাটানি ক'রে আব লাভ নেই। ……ভালই ক'রেছ তুমি।

কান্ত—হ্যাঁ—ভাল করেছি। এখন কোন হুজ্জুত না ক'রে ভালয় ভালয়

আলাদা হয়ে যাই—

অন্নদা—আলাদা! না, না, কান্ত; আমি যে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে এই জঞ্জাল থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। আমাকে বাঁচাবে। আমার স্বামী, দেওর, ওদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করবে। ······এই জন্যেই যে আমি তোমাকে চেয়েছিলাম কান্ত। কান্ত, শুনছ, আমি যে সেই আশায় তোমার দিকে চেয়ে বসে ছিলাম।······

কান্ত—মুক্তি দেবার আমি কে? তোমার নিজের বুদ্ধি আছে, নিজেই তুমি······

অন্নদা—(কান্তর সামনে ঝুঁকে) কান্ত, এসো আমরা দু'জনে এই পোড়া বস্তী থেকে চলে যাই—

কান্ত—কোথায়?

অন্নদা—আমি জানি, তুমি আমাব বোনকে ভালবাসো—

কান্ত—আর সেই জন্যেই তুমি তাকে অমন করে মার? আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি অন্নদা—

অন্নদা—রাগ করো না। ······তুমি যদি চাও, তাহলে নন্দিকে তুমি বিয়ে করো, সব খরচ আমি জোগাব।

কান্ত—তুমি জোগাবে? কেন?

অন্নদা—কান্ত, আমাকে তুমি বাঁচাও—আমার স্বামীর হাত থেকে—

কান্ত—ও! তোমার স্বামী মরবে, আমি জেল খাটবো, আব তুমি এদিকে—

অন্নদা—তুমি কেন করবে? আর কাউকে—কত লোক তোমার জানা-শোনা রয়েছে। তারপর তুমি এখান থেকে আর কোথাও চলে যাবে। আমি তোমাকে টাকা দেব। তোমার সঙ্গে

নন্দি গেলে আমিও বাঁচব। আমি ওকে সইতে পারি না। তোমার জন্যই আমি ওর পর অত মারধোর করি।······ তুমি চলে যাও। নইলে—আমি নন্দিকে সইতে পারব না—ওকে আমি—

কান্ত—তুমি ডাইনী।

অন্নদা—হ্যাঁ, ডাইনী। কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি। কান্ত, ভাল করে ভেবে দেখো। আমার স্বামী তোমাকে দু-দুবার জেল খাটিয়েছে। আমাকে আট বছর ধরে জ্বালিয়ে আসছে, নন্দিকে ও দেখতে পারে না, তাকে বলে ভিখিরী। জঞ্জাল ······ও সব কিছু বিষিয়ে দিলে।

কান্ত—তুমি—

অন্নদা—আমি সব। কিন্তু তুমি ভেবে দেখো কান্ত; আমি একটাও খারাপ কথা বলছি না।······

(ধীর পায়ে জটাধরের প্রবেশ)

কান্ত—(চাপা কণ্ঠে) তুমি এখান থেকে চলে যাও।

অন্নদা—যাব; কিন্তু কান্ত, তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখো।

(কান্ত জটাধরের দিকে তাকায়)

জটাধর—হ্যাঁ, আমি। এসেছি। তোমরা এখানে? বেশ! আলাপ করছ? ভাল। (হঠাৎ চীৎকার) তুই মাগী—বজ্জাৎ! (সামলে নেয়) ওঃ! ভগবান, আবার কেন ক্রোধ জাগছে। বউ, অন্নদা, আমি যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। অনেক রাত হয়েছে—এখন শুতে চল। (চীৎকার) বজ্জাৎ—দুশ্চরিত্র!

(অন্নদা ধীরে ধীরে প্রস্থান করে—কান্তর দিকে তাকায়।)

কান্ত—এবারে আপনি যান।

জটাধর—যাওয়া-না-যাওয়া আমার ইচ্ছে। বাড়ীর মালিক আমি।

কান্ত—(প্রচণ্ড ধমক) যান বলছি—

জটাধর—মেজাজ দিযে কথা বলো না, ভাল হবে না।

(কান্ত জটাধরেব দিকে এগোতে থাকে—জটাধব পিছু হঠতে থাকে। হঠাৎ পেছনে হাই তোলাব শব্দ।)

কান্ত—(চম্‌কে) কে বে!

(জটাধবেব প্রস্থান)

আনন্দ—(উঠে বসে) আমি।

কান্ত—আপনি!

আনন্দ—হ্যাঁ, আমি।

কান্ত—ওখানে শুযে আছেন কেন?

আনন্দ—শুযেছি—

কান্ত - আপনি তো আপনাব ঘবে গিছলেন, আবাব এখানে এসেছেন কেন?

আনন্দ—আমাব ঘবটা ভাল না। বড ঠাণ্ডা—

কান্ত—আপনি····· আপনি ঘুমিযেছিলেন?

আনন্দ—না—ঘুম হলোনা। তোমাদেব কথাবার্তায ঘুম ভেঙে গেল। (কাছে আসে) তোমাব কপাল ভাল। এই সুযোগে ঝুলে পড

কান্ত—তাব মানে? আপনি আমাকে কি ভাবেন?

আনন্দ—কিছু না। তোমাদেব বযসে অনেকেই এসব কবে থাকে। এতে দোষেব কিছু নেই।

কান্ত—আপনিও করেছিলেন বুঝি?

আনন্দ—হ্যাঁ, অনেক কবেছি। কিন্তু তুমি এ সুযোগ ছেড়ো না। ওই·····

তোমাদের বাড়ীউলী ভীষণ খারাপ লোক; আমি জানি। তুমি এখান থেকে চলে যাও। ওর বোনকে বিয়ে করে…… নইলে দেখবে, ও তোমাকে বিপদে ফেলবে। ওর স্বামীকে ও নিজেই—। না, না, তুমি চলে যাও এখান থেকে।

কান্ত—হুঁ।

আনন্দ—তোমার অল্প বয়স—ও মেয়েটাও তোমাকে চায়। এই সুযোগ। ভাল থাকবে তুমি।……

কান্ত—কেন বাজে বকছেন!—ভাল থাকা আমাদের কপালে নেই।

আনন্দ—দাঁড়াও—লক্ষ্মীকে একবার দেখে আসি। কেমন বিশ্রী একটা শব্দ করছিল গলা দিয়ে—

(আনন্দ লক্ষ্মীর কাছে যায়। ভাল করে পরখ করে। দু'পা পেছনে সরে আসে। কান্ত একদৃষ্টে তাকে দেখে।)

আনন্দ—গঙ্গ,……নারায়ণ,… …ব্রহ্ম।

কান্ত—কি হয়েছে?

আনন্দ—মারা গেছে।……ওর স্বামী কোথায়? তাকে খবর দিতে হবে।

কান্ত—মড়া দেখলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

আনন্দ—মড়ার আর ভাল-খারাপ কি আছে বল?

কান্ত—আপনি বাইরে যাচ্ছেন?……আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

আনন্দ—ভয় করে?

কান্ত—খারাপ লাগে।

(দু'জনের প্রস্থান। ষ্টেজ ফাঁকা। ধীরে ধীরে নারায়ণ প্রবেশ করে। তার পা টলছে)

নারায়ণ—(উইংসের কাছ থেকে) দাদু, কোথায় গেলেন! কবিতা শুনুন—এতক্ষণে মনে পড়েছে—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।" (নন্দিব প্রবেশ।)

দাদু—

"শিকল দেবীর ঐ যে পূজা বেদী,
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামী, তুই আব রে দুয়াব ভেদি'।"

নন্দি—আবার সেই।

নারায়ণ—কে! ও তুমি! দাদু কোথায় গেল? আমাব বুড়ো দাদু……
কেউ নেই! বেশ। বিদায় নন্দিনী, বিদায়।

নন্দি—এরই মধ্যে!

নারাযণ—হ্যা। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আব এখানে থাকব
না।

নন্দি—পথ ছাড়ুন।……কোথায যাবেন আপনি ?

নাবাযণ—সেই সহব আমি খুঁজে বেব করব, যেখানে গেলে, দাদু
বলেছিল, আমাব শবীব মন সব ভাল হযে যাবে। কোথায
যেন সেই সহবটা? সেখানে হাসপাতাল—আমাব ভেতবেব
যন্তবপাতি সব ভাল করে দেবে; আমার অসুখ সেরে
যাবে। …বড ভাল দেশ……আব সেই হাসপাতাল……
পাথরেব মেজে চকচক কবছে, আলো, হাওয়া—চমৎকার দেশ।
অর্জুন আমাকে বলেছে। আমি ভাল হযে উঠব—আবার
নতুন কবে জীবন সুরু করব—গোড়া থেকে।……বিদায়
উত্তরা।……আমি এ্যাকটিং করতাম বলে ওরা আমার নাম
দিয়েছিল নট-নারায়ণ—নারায়ণ। আমার আসল নাম কেউ
জানে না। তুমি ভাবতে পার উত্তরা—নাম হারিয়ে মানুষ

বাঁচে কেমন করে! পশু-পাখীরও যে নাম থাকে।

(নন্দি ধীরে ধীরে লক্ষ্মীর বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।)

যদি তোমার নাম না থাকে, তুমি আর মানুষ নও।

নন্দি—(আর্তস্বরে) এ কি। (অস্ফুটস্বরে) মারা গেছে।

নারায়ণ—এঁ্যাঃ না না, মরবে কেন?

নন্দি—হ্যা, আপনি দেখুন।

নারায়ণ— কি দেখব?

(অনন্তর প্রবেশ)

নন্দি—(অনন্তকে) লক্ষ্মী বেঁচে নেই।

অনন্ত—বেঁচে নেই। ওঃ, ওই ভুতুড়ে কাশিটা আর . ।

(লক্ষ্মীকে একবার দেখে নেয়) খগেনকে খবর দেওয়া দরকার।

নারায়ণ—লক্ষ্মী ওরও নাম হারিয়ে গেল। (প্রস্থান)

নন্দি— উঁ। এমনি করে—।

অনন্ত—কি বলছ?

নন্দি—না, কিছু না।

অনন্ত—কান্তর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? তুমি মার খেয়ে একদিন মারা যাবে।

নন্দি—বেশ, তাতে আপনার কি

অনন্ত—আমার কি?

(নন্দি আবার লক্ষ্মীকে দেখে।)

নন্দি—এমনি করে মরে গেল—।

অনন্ত—এতে দুঃখের কি আছে। মানুষ জন্মায়, বাঁচে, মরে। আমিও একদিন মরব—তুমিও মরবে। এতে দুঃখের কি আছে।

(আনন্দ, অর্জুন সিং, বিশ্বনাথন ও খগেনের প্রবেশ। খগেন ধীরে ধীরে লক্ষ্মীর কাছে এগিয়ে যায়।)

নন্দি—(আনন্দকে) লক্ষ্মী—

অর্জুন—আমরা শুনেছি।

বিশ্বনাথন—ওকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

খগেন—হ্যাঁ, বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

অর্জুন—(বিশ্বনাথনকে) তুমি হলধরবাবুকে একটা খবর দিয়ে এস, নইলে শালা আবার হুজ্জৎ করতে পারে।

খগেন—কিন্তু তাহলে যে আজ রাত্রেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। ও ছাড়বে না। ……কিন্তু আমার কাছে যে টাকা নেই।

অর্জুন—টাকা নেই! তো এক কাম কর……। আচ্ছা, ঠিক আছে।: হাম সব কুছ্ কুছ্ দে দেঁ। —এই লো— (পকেট থেকে টাকা দেয়।)

নন্দি—মড়া দেখলে আমার বড় ভয় করে। আমাকে—।

আনন্দ—মড়ায় ভয় নেই। তোমার ভয় জ্যান্ত মানুষকে।

নন্দি—(আনন্দকে) আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন? গলিটা বড় অন্ধকার।

আনন্দ—চল।

অর্জন—শীত এসে গেল। তোমার দেশে ত এখন খালি বিষ্টি।

বিশ্বনাথন—আমার ঘুম পাচ্ছে। যাই। (প্রস্থান)

খগেন—(লক্ষ্মীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে) আমি যে এখন কি করি!

অর্জন—ঠিক আছে। যো হোগা, কাল হোগা। আভি রহ্‌নে দেও।

খগেন—কিন্তু একে—?

(নারায়ণ ও গগনের প্রবেশ)

নারায়ণ—দাদু! অভিমন্যু! কোথায় গেলে!

গগন—সরে যাও, নটরাজ আসছেন।

নারায়ণ—আমি ভেবে ঠিক করে ফেলেছি। ......তোমাব সেই সহবটা কোন্ দিকে? দাদু! তুমি কোথায?

গগন—দাদু তোমাকে গুল দিয়েছেন। তেমন সহব কোথাও নেই। কোথাও কিচ্ছু নেই।

নারায়ণ—মিথ্যে কথা।

অনন্ত—ঘুবে আসি। (গগনকে) দোকান খোলা আছে?

নারায়ণ—হ্যাঁ আছে। যাও, পেট ভবে খেযে এস। তাবপব সবাই মিলে আজ আমবা বাত-পাহাবা দেব। কেউ বিবক্ত করবে না। আমবা গান কবব, আবৃত্তি কবব—বাত্রি বাসব কবব। কেউ শুনতে পাবে না। ......কিন্তু, ওবও যে নাম হাবিযে গেল। (কেঁদে ফেলে)

(আনন্দ প্রবেশ কবে। চুপ কবে একপাশে দাঁড়িয়ে এদেব লক্ষ্য কবতে থাকে।)

পর্দা

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্যসজ্জা পূর্ববৎ। শীতকাল। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যের শেষ রশ্মি তখনো দেখা যায়। কাঠের গুঁড়িটার উপর রাণী ও নন্দিনী পাশাপাশি বসে আছে। ডানদিকে কোনে দাওয়ার উপর আনন্দ ও রাজা। খগেন ডানদিকে কাঠের বাক্সটার উপর বসে আছে। অনন্ত বাঁদিকে খাটিয়ার উপর সেলাইয়ের জিনিসপত্র ছড়িয়ে বসে কাজ করছে।]

রাণী—(তন্ময় হয়ে গল্প বলছে) তারপর রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে এল।......শীতকাল,—ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে... .. কিন্তু তবু সে এল। বাড়ির পিছন দিকে একটা মাঠ; একটু চালুতে গাছ আছে সেখানে।......কিঙ্কিনী সেই কখন থেকে তার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। কিঙ্কিনীর ভীষণ ভয়—যদি কেউ দেখে ফেলে! উত্তমেরও। বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে সে। এপাশে একটা ভাঙা বাড়ি, ওপাশে আর একটা। তবু—

নান্দ—এ অবস্থায় এরকম হয়।

অনন্ত—তাই নাকি!

রাজা—আঃ, অনন্ত। ভাল না লাগে, চুপ করে থাক। মেয়েটা মিছে বলে সুখ পাচ্ছে,......ফোড়ন কাট কেন?......হ্যাঁ, বল, তারপর!

রাণী—তারপর সে বললে, "কাঁকন, আমার প্রাণের অধিক! আমার বাবা-মা বলেছে," উত্তম বললে, "তারা এত ছোট বয়সে আমার বিয়ে দেবে না; বিশেষ করে তোমার সঙ্গে তো নয়ই। তোমাকে বিয়ে করলে তারা আমায় ত্যাজ্যপুত্তুর করবে। কিন্তু," সে বললে, "কাঁকন, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না; বেঁচে থাকলে জীবন আমার বৃথা যাবে।......আমি আত্মহত্যা করব।" কিঙ্কিনী বলল, "কুমার, আমার প্রাণ—"

অনন্ত—কি? কি বললে?—"কুমার"?

রাজা—(সহাস্যে) তুমি ভুলে গেছ রাণী, কুমার নয়, তুমি একটু আগে বলেছিলে—"উত্তম"।

রাণী—(সক্রোধে উঠে দাঁড়ায়) চুপ করুন আপনারা। যত অশান্তি। এসব গল্পের আপনারা বোঝেন কিছু? (রাজাকে) তুমি? তোমার তো ঘুম ভাঙার আগে মাথার কাছে খাবারের থালা সাজিয়ে দিয়ে যেত—তালপুকুর—এ গল্পের বোঝ কিছু?

আনন্দ—তোমরা একটু চুপ কর। ওকে শেষ করতে দাও।...... গল্পটা কিছু না, তার পিছনের ইতিহাসটা—। তুমি বল রাণী; তারপর?

অনন্ত—(স্বগত) বনগাঁয়ে শেয়াল পণ্ডিত। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, তারপর?

রাজা—তারপর কি?

নন্দি—(রাণীকে) তুমি ওদের কথায় কান দাও কেন! ওরা হচ্ছে—। গুছিয়ে গল্প বলতে ক্ষ্যামতা লাগে।......তুমি বল।

রাণী—(এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এইবার বসে) আমার বলতে ইচ্ছে করছে না......আমি বলব না। সব কথায় যদি এমনি করে

ফুট কাটে—(থেমে যায। ধীরে ধীরে আগের কাহিনীর মধ্যে ডুবে যায, চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে আসে) তারপর কিঙ্কিনী বলল, "উত্তম, আমার প্রাণ, তুমি এমন কাজ করোনা। তোমার বাবা-মা দুঃখু পাবে। তাদের যে আর কেউ নেই। তার চেয়ে বরং আমি চলে যাই। সারাজীবনে বুকের ব্যাথা আমার ঘুচবে না, কিন্তু তবু—আমি একা, আমার তো কেউ নেই। তুমি থাক, আমি যাই।"......(কান্নায় বাণীর গলা ভারি হয়ে আসে) কিন্তু সে শুনল না, চলে গেল...... বেলের তলায় গলা দিয়ে সে আত্মহত্যা করল। (হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।)

নন্দি—বাণী, কাঁদে না, ছিঃ, কাঁদতে নেই।

(আনন্দ উঠে আসে। বাণীর পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলোয। মুখে তার এক বিচিত্র হাসি।)

অনন্ত—(সহাস্যে) দাদু বুঝি ছেলে মানুষ করার সখ মেটাচ্ছেন ?

রাজা—(সহাস্যে আনন্দকে) আপনি জানেন না—ওই সবই হচ্ছে "দুরন্ত প্রেমের" ধাক্কা। হুঁ, ওই বই-ই ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে।

নন্দি—তাতে আপনাদের কি! ......বাণী—

বাণী—(মুখ তোলে। চোখ দুটো জলে ভেজা) দাদু, আমার যে আর কেউ রইল না। ওকে নিয়ে আমি যে তখন অনেক কথা ভেবেছিলাম।

আনন্দ—জানি। ......দুঃখু কি। আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাব..... স্বপ্ন দেখব।

বাণী—বিশ্বাস করুন দাদু, সেই থেকে আমি.... । ওর বাড়ী ছিল

বর্ধমানে—টেনে টেনে কথা বলত। চোখ দুটো কটা। মাঝখানে সিঁথে কাটত। আমার দিকে চেয়ে......আমি......

(আবার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।)

আনন্দ—জানি, আমি জানি ; কটা চোখ বড় সুন্দর হয়। আর মাঝখানে সিঁথে......। চল, আমরা দুজনে একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসি। (দুজনের প্রস্থান)

রাজা—বলদ ! ... মনটা ভাল ছিল , কিন্তু একেবারে আকাট।

অনন্ত—মিছে কথা বানিয়ে বলে মানুষে কি সুখ পায় বল ত ! —তার ওপর আবার হলফ করছে, "না, মিথ্যে নয়।" ......কেন বলে ?

নন্দি—বলে......মিথ্যে বলে আরাম পায়। সত্যি কথায় তো কোন সুখ নেই। আমিও সুযোগ পেলে—

রাজা—তুমিও ?

নন্দি—হ্যাঁ, আমিও......স্বপ্ন দেখতাম। যেন আমি কার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

রাজা—কার জন্যে ?

নন্দি—(একটু লজ্জা পায়) জানি না। (অল্প হাসে) আমি ভাবতাম, একদিন নিশ্চই কেউ আসবে—আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। কিম্বা হয়তো—হঠাৎ এমন একটা কিছু ঘটে যাবে, যার পর থেকে আমি আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। ......(করুণ হাসি) অপেক্ষা করে থাকতাম......এখনো থাকি, যদি কিছু ঘটে !

(খানিক নিঃশব্দ)

রাজা—বসে থাকাই সার হবে ; কিচ্ছু ঘটবে না। ......আমিও

এককালে স্বপ্ন দেখতাম—যদি কিছু ঘটে। কিন্তু যা ঘটার ছিল সব ঘটে গেছে, কিছু বাকী নেই। সব শেষ। ...... আচ্ছা, শেষের পরে কি ?

নন্দি—কিম্বা......আমি ভাবি, যদি হঠাৎ একদিন মরে যাই, বেশ হয়। হঠাৎ—

রাজা—তোমার কপালটাই মন্দ, নইলে অমন দিদি জোটে! ...... ছোটলোকের মত মেজাজ—

নন্দি—মেজাজ এখানে কার ভাল! আমি দেখি না! সব সমান।

খগেন—সব সমান! কখ্‌খনও না। সব সমান নয়। ......সবার মেজাজ ওই রকম হলে তোমার কোন কষ্ট হ'তনা; এত দুঃখু পেতে না তুমি।

অনন্ত—(খগেনকে) অত চেল্লাচ্ছ কেন ? আঃ ?

(খগেন চুপ করে; ঘুরে বসে।)

রাজা—বাণীকে চটিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। বেচারী—

অনন্ত—হুঁ। মিছে বলতে মানুষ কত ভালবাসে। ঘরের দেয়ালে কাগজ লাগিয়ে রং ফেরায়। নিজের মনে রং লাগায়,—মিথ্যে বলে। কিন্তু ওই বুড়ো, আনন্দবাবু—ও কেন মিথ্যে বলে ? বুড়ো হয়েছে; মিথ্যে বলে ওর কি লাভ ?

রাজা—(উঠে দাঁড়ায়) মাথায় টাক হলে কি হবে, অন্তরে সকলেরই টেড়ী ভাই। মানুষের মন কি সহজে বুড়ো হতে চায় ?

(আনন্দর প্রবেশ)

আনন্দ—তোমরা খুব খারাপ করেছ।......দুটো গল্প বলে, একটু কেঁদে ও যদি সুখ পেতে চায়—তোমরা তাতে বাধা দেও কেন ? ও কাঁদলে তোমাদের তো কোন ক্ষেতি হয় না।

রাজা—খারাপ লাগে। রোজ ওই এক গল্প ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কান্নাকাটি—ভাল না। যাই, ওর সঙ্গে ভাব করে আসি। (প্রস্থান)

আনন্দ—যাও। দুটো ভাল কথা বলে ঠাণ্ডা করে এস।

নন্দি—আপনার মনটা বড় নরম।

আনন্দ—নরম! তুমি বলছ? বেশ, তাহলে তাই। (বেহালার শব্দ ও ঘণ্টুর গানের সুর ভেসে আসে।) কিছু লোককে ভাল থাকতে হয়। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যাভার করতে হয়। তাতে তো কারুর কোন ক্ষেতি হয় না।—আমি একবার এক জমিদারের কাছারীতে কাজ নিয়েছিলাম। দিনে খাতা লেখা, দুবেলা খাওয়া, আর রাত্রে কাছারী পাহারা দেওয়া। কাছারীটা ছিল জমিদারের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। একপাশে একটা খাল, সামনে রাস্তা, এদিকে জঙ্গল—জমিদারের বাগান।·····আমি শুয়ে আছি, অনেক রাত্তির। একদিন জানলায় খুট করে শব্দ হল: দুটো লোক জানালা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

নন্দি—চোর?

আনন্দ—বোধহয—হাঁ, চোর। তারপর আমি সেই লোহার ডাণ্ডাটা মাথার উপরে তুলে ধরে উঠে দাঁড়ালাম। (হাত তুলে) আমি চীৎকার করে বললাম, "এ্যাইও, তোমরা কে? জবাব দাও, নইলে (আবার হাত তোলে, আবার ভঙ্গী করে) দুজনকেই শেষ করে ফেলব।"···আমাকে দেখে ওরা ভয় পেয়ে গেল, ক্ষমা চাইলে—আমি যেন ওদের ছেড়ে দিই। (হাসে) আমি তখন একজনকে বললাম, তুমি ওর পিঠে পঁচিশটা কিল মার। মারল। তুমি ওকে মার। মারল।

তারপর দুজনে কি বললে জান? বললে, "তিন দিন আমরা কিছু খাইনি; আমাদের কিছু খেতে দাও।" আমি বললাম, "আগে কেন আমার কাছে খেতে চাওনি?" ওরা বললে, "ভিক্ষে কেউ দেয় না। জোয়ান মরদ—লোকে অপমান করে।"—তাই চুরি করতে এসেছিল। ...পরদিন জমিদার চলে গেল সহরে। বাড়ি খালি হয়ে গেল। আমি ওদের দু হপ্তা আমার সঙ্গে রেখেছিলাম। কাজ করত, খেত। তারপর ওরাও একদিন সহরে চলে গেল কলে কাজ করবে বলে। ভালই হল; বেঁচে গেল দুজনে। (নন্দি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) তবেই দেখ: আমি ওদের সঙ্গে ওই রকম না করলে ওরা চুরি করত; তারপর ডাকাতী, তারপর জেল। কিন্তু তাতে কোন ভাল হত না ওদের। জেলে গেলে তো কেউ শেখে না; জেল ভাল কিছু শেখায় না। শেখাতে যদি পাবে তো সে হচ্ছে, ওরই মত কোন মানুষ; তুমি, আমি কিম্বা আর কেউ।

অনন্ত—হুঁ।......এমন সুন্দর করে মিথ্যে বলা আমার আসে না। দরকার কি! যা দেখব, তাই বলব; সত্যি বলতে আমার ভয় কি?

খগেন—(হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে) সত্যি? কিসের সত্যি? (কাঠের বাক্সটাব উপর সজোরে একটা লাথি মারে) এই তো...... সব আছে আমার; কিন্তু কাজ নেই। কোন কাজ নেই। ..... সত্যি!......কি খাবে মানুষে; কোথায় থাকবে? ধুঁকে মরতে পার—খুব ভাল; নইলে—।......সত্যি!......কি দরকার আমাব সত্যিতে? কাজ করতে চাই, কাজ দেবে না।

খেতে চাই, খেতে দেবে না।—সত্যি না?......

আনন্দ—খগেন ভাই—!

খগেন—(উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে) সত্যি-মিথ্যে বিচার করতে বসেছে! আপনি? বুড়ো হয়েছেন, কেন মিছে কথার প্রলেপ দেন?......এই আমি বলে দিচ্ছি, আমি তোমাদের সবাইকে ঘেন্না করি। বুঝেছ? এইটা হচ্ছে সত্যি। হ্যাঁ, আমি ঘেন্না করি। তোমরা জাহান্নমে যাও, গোল্লায় যাও, আর তোমাদের— (চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে যায়।)

আনন্দ—কোথায় গেল ও।

নন্দি—মদের দোকানে।

অনন্ত—মন্দ নয়। নারায়ণ থাকলে এ্যাক্‌টিংটা তুলে নিতে পারত।..... আসল কথা কি জানেন দাদু, এতদিনেও এখানকার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না।

(কান্তর প্রবেশ)

কান্ত—কি ব্যাপার।......ও, দাদু বুঝি রূপকথার ঝুলি খুলে বসেছে—মিথ্যের ঝুড়ি?

আনন্দ—এই মাত্তর খগেনবাবু এখান থেকে চেঁচামেচি করে বেরিয়ে গেল। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

কান্ত—কে। খগেন? কি হয়েছে ওর? গলির মোড়ে দেখলাম, হন্‌হন্ করে ছুটে যাচ্ছে।

আনন্দ—মন মানিয়ে নিতে না পারলে সবাইকেই ওই রকম ছুটে বেড়াতে হয়।

কান্ত—(বসতে বসতে) খগেনকে আমার মোটে ভাল লাগে না।

কেমন যেন—নীচ, আর অহংকারী। (খগেনের অনুকরণে) "খেটে খেয়েছি, খেটেই খাব।"—হুঁঃ, আর সবাই যেন চিরকাল না খেটেই খেয়েছে! অত যদি তো যা না, খেটে খেগে যা। অত দেমাক কিসের!......খেটেছি! তোর চেয়ে কলুর বলদও বেশী খাটে।......নন্দি! তোমার ঘরে কেউ নেই বুঝি?

নন্দি—কালীঘাটে গেছে। সেখান থেকে যাবে চিঁড়িয়াখানায়।

কান্ত—হুঁ, তাই ভাবছিলাম। নইলে অমন ছাড়া-গরু হয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

আনন্দ—(অনন্তকে) তুমি বলছিলে, সত্যি কি!.....সত্যি সবাই সইতে পারে না। আমি একটা লোককে জানতাম। খুব গরীব। খাওয়া জোটে না। কিন্তু কেমন করে তার মাথায় ঢুকেছিল: এদেশে এমন একটা সহর আছে—যেখানে সবাই খেয়ে-পরে সুখে থাকে।......খুব গরীব ছিল সে। সারাদিন ঘুরে বেড়াত, আর কোন নতুন লোক দেখলেই জিজ্ঞাসা করত, সেই সহরটা কোথায়। সে যাবে সেখানে; সুখে থাকবে।..... একদিন আমাদের গ্রামে এল এক পাশকরা ডাক্তার। এই বড় বড় কেতাব আর ছবি। অনেক পড়াশুনা করেছে সে।— লোকটা তাকে একদিন গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—ওই সহরটা কোথায়? ডাক্তার কেতাব দেখে বললে, অমন সহর তো আমাদের দেশে নেই। সে বললে, আবার দেখ; কেতাবে নিশ্চয়ই লেখা আছে। ডাক্তার বললে, নেই। সে ক্ষেপে গেল: এতদিন আমি অপেক্ষা করে আছি সেই সহরে যাব বলে, আর তোমার কেতাবে নেই! ডাক্তার বললে, নেই।

পাগল—ডাক্তারের গালে দুই চড় বসিয়ে দিল: তুমি মিথ্যেবাদী। জোচ্চোর।......তারপর নিজের ঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দিল—মরে গেল।......সত্যি কথায় ওর প্রয়োজন ছিল না। অমন সহর কোথাও নেই।

কান্ত—সত্যি বলছেন, কোথাও নেই! (অনন্ত সশব্দে হেসে ওঠে) চুপ কর অনন্ত। .... এমন বাজে গল্প করেন!—ভাল না।

নন্দি—খারাপ লাগে।

অনন্ত—(সহাস্থে) ঠাকুরদাদার ঝুলি।

কান্ত—(চিন্তিত মনে হয়) হুঁ। তাহলে অমন সহর এদেশে কোথাও নেই!

অনন্ত—আরে বাবা, রূপকথা। দাদুর মাথা পরিষ্কার, বানিয়ে বলে ভাল। তুমি আবার ওই নিয়ে··· (উঠে চলে যায়)

আনন্দ—(অনন্তর উদ্দেশ্যে) হাসছ! ভাল। ......আমি শিগ্‌গীরই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

কান্ত—কোথায়?

আনন্দ—কোথায়! —ও, হ্যাঁ—পাকিস্তানে। সেখানকার লোকগুলো সব চাইতে শিখেছে—চাইছে। দেখে আসি, কেমন আছে সব।

কান্ত—চাইছে! '—আচ্ছা, ওরা যা চাইছে—পাবে কিছু?

আনন্দ—নিশ্চই। মানুষের ক্ষ্যামতা অসীম। সে যা চায়, তাই পায়। না পেয়ে উপায় কি?

নন্দি—তাই যেন হয়।

কান্ত—(নন্দিকে) নন্দি, ····(একবার আনন্দর দিকে তাকিয়ে নেয়) চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

নন্দি—কোথায় ?

কান্ত—আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আজকাল আমি আর চুরি করি না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর চুরি করব না। লিখতে-পড়তে জানি, খেটে খাব। ……চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই। তুমি বিশ্বাস কর নন্দি, আমি চাই না এখানে পচে মরতে। বাঁচতে ভাল লাগে। আমরা বাঁচব। চল। ……যাবে ?

আনন্দ—ভাল বলেছ। তোমাদের ভাল হবে।

কান্ত—ছোটবেলায় পাড়ার সবাই আমাকে 'চোর' বলে ডাকত—'চোর' 'চোরের বাচ্চা'। কে জানে, হয়তো ওই জন্যেই আমি চুরি করতাম, আর কোন নামে ডাকত না বলে। ……তুমি আমাকে অন্য নামে ডেকো ; নন্দি, ডাকবে না ?

নন্দি—আমি তোমাকে ওই নামে ডাকিনি কোনদিন। ….কিন্তু, আজ তো আমি তৈরী ছিলাম না ; একবারও ভাবিনি—আজই সেই একটা কিছু ঘটে যাবে। ……তুমি আজই কেন এইভাবে কথা বলতে আরম্ভ করলে কান্ত ?

কান্ত—তবে কখন বলব ? ….এর আগে তো কখনো বলিনি!

নন্দি—আমি….আমি তোমার সঙ্গে কেমন করে যাব ? তোমাকে—আমি যে তোমার মধ্যে অনেক দোষ দেখতে পাই। তোমাকে সেই রকম ভালবাসলে তোমার দোষগুলো তো আমার চোখে পড়ত না।

কান্ত—তাতে কি হয়েছে! তুমি বলে দেবে, আমি খাটব,—দুদিন পরে আর কোন দোষ আমার মধ্যে দেখতে পাবে না। —আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি ; আমি নিজেকে

দেখতে পাইনি—হারিয়ে গেছি আমি। নন্দি! তুমি বলবে না?

(অন্নদার প্রবেশ। পিছনে দুটো ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। গায়ে শাল। কপালে সিঁদুরের টিপ। এইমাত্র কালীবাড়ি থেকে ফিরেছে। এরা তাকে দেখতে পায় না।)

নন্দি—তুমি আমাকে ভালবেসেছ। ......কিন্তু আমার দিদি?

কান্ত—(ইতস্তত করে) তোমার দিদি ... আমি না থাকলেও তার কোন অসুবিধা হবে না।

আনন্দ—তুমি তার জন্যে ভেবো না। ভাত না পেলে মানুষে গাছের পাতা খায়।

কান্ত—তোমার দিদি—অসৎ। পয়সার জন্যে সে সবকিছু করতে পারে। কিন্তু আমি তো তা চাইনি। ... তুমি আমায় ভরসা দিতে পারবে—আমরা বাঁচব—এই জঞ্জাল থেকে ...

আনন্দ—(নন্দিকে) তুমি ওকে বিয়ে করে ফেল, আর—এখান থেকে চলে যাও।

নন্দি—কোথায় যাব? যাওয়ার জায়গা আমার নেই। আমার যাওয়া হবে না। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

কান্ত—(রেগে) যাওয়ার জায়গা আছে, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিতাম।

নন্দি—(হেসে) বিয়ে আমাদের এখনো হয়নি। এরই মধ্যে তুমি ভয় দেখাতে আরম্ভ করলে!

কান্ত—(নন্দির হাত ধরে) নন্দি, এখানে থাকতে তোমার ভয় করে না?

নন্দি—(কান্তর গা ঘেঁসে বসে। মুখে মৃদু হাসি) কিন্তু এই আমি বলে রাখছি, আমার গায়ে যদি কোন দিন হাত তোল তো সেদিন হয় আমি নিজে মরব; নয়তো...

কান্ত—(খুশী) তার আগেই আমার হাতদুটো যেন খসে যায়।

আনন্দ—(হেসে) তোমাদের কে যে কাকে বেশী—

অন্নদা—(পেছন থেকে) হুঁ, তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল ?

নন্দি—(চমকে) ওরা এসে গেছে। ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে।

কান্ত—কেউ তোমার গায়ে হাত তুলবে না, দাঁড়াও এখানে, আমি আছি।

আনন্দ—(স্বগত) পিশাচ।

(জটাধরের প্রবেশ)

জটাধর—এই যে নন্দিনী, তুমি এখানে কি করছ ? গল্প করছ ? তোমার পরিজনদের নামে পাঁচখানা করে লাগাচ্ছ ? বেশ। (ক্রোধ) কিন্তু এখনো উনুনে আগুন পড়েনি কেন ? আমরা খাব কি ? ছাই খাব,—নবাব-নন্দিনী ?

নন্দি—তোমরা তো চিড়িয়াখানায় যাবে বলেছিলে।

জটাধর—আমরা জাহান্নমে যাব বলেছিলাম, তাতে তোর বাবার কি! কাজের নামে নাম নেই, আড্ডা হচ্ছে। যাও—।

কান্ত—(নন্দিকে) না, তুমি যাবে না। (জটাধরকে) চাকর পেয়েছ ? কোন কাজ করাতে পারবে না ওকে দিয়ে। তুমি যেও না নন্দি।......

নন্দি—(কান্তকে) আমাকে হুকুম দেবার আপনি কে ? (প্রস্থান)

জটাধর—(কান্তর নাকের কাছে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে হাসতে থাকে) কলা—চলে গেল......কলা।

কান্ত—(জটাধরকে) আমি এই বলে দিচ্ছি, ওর গায়ে আপনি যদি হাত তোলেন তো— আমি নন্দিকে বিয়ে করব। ও এখন আমার......

জটাধর—(সশব্দে হেসে ওঠে) তোমার ?……কবে কিনলে ? কত তে কিনলে ?—নন্দি তোমার। (হাসি)

(অন্নদাও সেই হাসিতে যোগ দেয়।)

আনন্দ—কান্ত, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

কান্ত—সাবধান, হাসি তোমাদের আমি ঘুচিয়ে দেব।

অন্নদা—(কান্তকে) বড্ড ভয় পেয়েছি, কান্ত। কোথায় পালাই বলত ! (হাসি)

আনন্দ—কান্ত, তুমি চলে যাও এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছ না, ও তোমাকে বিপদে ফেলতে চায়।

কান্ত—(অন্নদাকে) মজা পাইয়ে দেব তোমাকে।

অন্নদা—মজা চাইলে আমি পাই, তুমি জান না ?

কান্ত—আচ্ছা—। (সক্রোধে দ্রুত প্রস্থান)

অন্নদা –(কান্তর উদ্দেশ্যে) বিয়ে তোমাকে একটা দিতে হবে……। দেব। (হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। দ্রুত প্রস্থান।)

জটাধর—(আনন্দকে) আপনি এখানে কি করছেন ?

আনন্দ—আমি !—কিছু না।

জটাধর—ওরা বলছিল, আপনি নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন ?

আনন্দ—হ্যাঁ, সময় হয়েছে।

জটাধর—কোথায় যাবেন ?

আনন্দ—(জটাধরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) নাক বরাবর।

জটাধর—(নিজের নাকে একবার হাত বুলিয়ে নেয়) এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে খারাপ লাগে, না ?

আনন্দ—পাহাড়ী জল, একখানে বেশীদিন আটকে থাকতে চায় না।

জটাধর—ও হচ্ছে জলের কথা। কিন্তু মানুষের কথা আলাদা। তাকে ঘর বাঁধতে হয়। ঘর যাদের নেই, তারা তো বাউণ্ডুলে।

আনন্দ—আমি যখন যেখানে থাকি সেইটাই আমার ঘর।

জটাধর—তার মানে—ভবঘুরে। ..... ভবঘুরেরা কারুর কোন কাজে আসে না। মানুষ হয়ে জন্মালে কাজকর্ম কিছু একটা করা উচিত।

আনন্দ—ঠিক।

জটাধর—কিন্তু আমি শুনেছিলাম, আপনি একজন—সাধু, না, কি! (আনন্দ হাসে) হুঁঃ, হলেই হল! সাধু হচ্ছে—যে অনেক কিছু জানে, কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। সে ইচ্ছে করলে মানুষের অনেক ভালও করতে পারে, মন্দও করতে পাবে; কিন্তু করে না। মন্দও না, ভালও না। ......সে আমাদেব মত সকলের সঙ্গে থাকতে পারে; কিন্তু থাকে না। পর্বতেব গুহা, কিম্বা জঙ্গলের অন্ধকার, কিম্বা......। আপনি সাধু নন।

আনন্দ—নই তো। আমি একজন সাধারণ—। দুনিয়ায় দু'রকম জীব আছে—মানুষ আর অ-মানুষ, মানে—মানুষ নয়। যেমন জমি; উর্বর আর পতিত। (অল্প হাসে) আমি পতিত।

জটাধর—(ঈষৎ বিভ্রান্ত) তাতে কি হল?

আনন্দ—কিছু না। এই ধরুন, ভগবান আপনাকে বললেন, জটাধর, তুমি মানুষ হও। তাহলে আপনি কি করবেন? আপনি তো মানুষই আছেন—তাই না?

জটাধর—(পূর্ণ বিভ্রান্তি) হ্যাঁ, আমার ভাই পুলিশে চাকরী করে।

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা—তোমার খাবার তৈরী। হাত-মুখ ধোবে না?

জটাধর—(অন্নদাকে দেখে বল পায়। আনন্দকে ধমকের সুরে) আপনি এখান থেকে চলে যান।

অন্নদা—হ্যাঁ। যেমন কথার ছিরি। ...... এ বাড়িতে ওসব চলবে না। চাল নেই, চুলো নেই; কে জানে—

আনন্দ—(সহাস্যে) ফেরারী আসামী কিনা।

জটাধর—এ্যাঁ! ......আমার ভাই পুলিশ।

আনন্দ—খবর দিন, খবর দিন। আমাকে ধরিয়ে দিলে মাইনে বেড়ে যেতে পারে; কিছু না হোক—দু'চার আনা......

(অনন্তর প্রবেশ)

অনন্ত—কি বেচছেন দাদু?

অন্নদা—(জটাধরকে) তুমি চল। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। (প্রস্থান)

জটাধর—(অনন্তকে) এই যে, অনন্তবাবু। ......আমি চলি, অ্যাঁ! (প্রস্থান)

আনন্দ—(অনন্তকে) আমি আজ চলে যাচ্ছি।

অনন্ত—যান। সময় থাকতে কেটে পড়ুন।

আনন্দ—সময় থাকতে! ......বড ভাল বলেছ।

অনন্ত—আমি ওই রকমই বলি। কথায় তো আর ট্যাক্সো নেই। শুনবেন?—অনেক দিন আগে। আমার তখন একটা টেলারিংএর দোকান ছিল। ভেতরে একটা খুপরী। আমরা সেইখানে থাকতাম। আমার বউ... .. দোকানে একজন কর্মচারী ছিল, তার সঙ্গে একটু—(হেসে ফেলে) আমি আমার বউকে ধরে পিটতাম। আমার কর্মচারী, সে আবার আমায় ধরে পিটত। তার গায়ে জোর

ছিল বেশী, আমি পারতাম না, পড়ে পড়ে মার খেতাম। আর সব সময় ভয় করত : এই বুঝি ওরা আমায় বিষ খাইয়ে মারবে।… · তারপর একদিন ক্ষেপে গিয়ে লোহার একটা ডাণ্ডা দিয়ে মারলাম বউ-এর মাথায়।—বউ কিন্তু মরল না। আমায় বলল, পালিয়ে যাও। আমি পালিয়ে গেলাম। নইলে ওই কর্মচারী—ও আমায় ছিঁড়ে খেত। (হাসে) সেই থেকে আমি মদ খেতে শিখেছি।

আনন্দ—ওদের এক জায়গায় রেখে পালিয়ে এসেছ—ভাল করেছ।

অনন্ত—কিন্তু দোকানটা গেল,—ভাবতে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। (আবার হাসি) তাই মদ খাই।

আনন্দ—মদ খাও।

অনন্ত—হ্যাঁ, প্রচুর খাই। আর আড্ডা মারি। কাজ করতে ভাল লাগে না। আল্‌সেমী ধরে গেছে।

(গগন ও নারায়ণ ঝগড়া করতে করতে ঢোকে।)

গগন—মুখ্যু, তুমি কোথাও যাচ্ছ না। তোমাকে যা বলেছে, সব গাঁজা। সহুব দেখাচ্ছে আমাকে। (আনন্দকে) এই যে, এর মাথায় কি সব যা-তা ঢুকিয়েছেন, বলুন তো?

নারায়ণ—বলুন দাদু। আমি আজ কাজ করেছি, মদ খাইনি। (কাছে আসে) সেই হাসপাতালের কথা বলেছিলেন……এই দেখুন আট আনা পেয়েছি, একটা পয়সা খরচ করিনি। কিন্তু ও কিছুতে বিশ্বাস করবে না।

গগন—মুখ্যু, বুঝেছ, , তুমি একটা গাধা।… ··দেখি আট আনা। আমিই খরচ করে আসছি। (অনন্তকে) আজ ওরা আসবে। তাস খেলব।

নারায়ণ—খবরদার ! আমায় টিকিট কিনতে হবে না ?

আনন্দ—(গগনকে) তুমি কেন ওকে আবার উল্‌টো পথটা দেখিয়ে দিচ্ছ ?

গগন—সোজা পথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, আমাকে বলতে পারেন ?

আনন্দ—তুমি বড় মজার লোক।

অনন্ত—নারায়ণ, শোন।—

(দুজনে পিছনে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি আলোচনা করতে থাকে।)

গগন—মজার লোক ছিলাম, ছোট ছিলাম যখন। নেচে-কুঁদে গান গেয়ে সবাইকে কত আনন্দ দিয়েছি। বড় ভাল সময় ছিল সেটা,—বেশ লাগত।

আনন্দ—এখন এমন হল কেন ?

গগন—বারে কথা !······আচ্ছা, আপনি সবার সব কথা কেন জানতে চান বলুন তো ? সব জেনে আপনার কি লাভ ?

আনন্দ—আমি বুঝতে চাই।······কিন্তু তোমাদের দিকে তাকালে আমার সব কেমন গুলিয়ে যায় : এমন সব ছেলে-মেয়ে তোমরা, অথচ—

গগন—জেল। চার বছর আমি জেল খেটেছি,—বদমায়েসী করে।······ জেল-ফেরতা মানুষ, ভাল হলেও ভাল নয়।

আনন্দ—জেল খেটেছ ? কেন ?

গগন—একজনের সঙ্গে মারামারি করেছিলাম— বজ্জাৎ লোক। তিনমাস হাসপাতালে পড়ে ছিল। (হাসে) বজ্জাতির সাজা দিতে গিয়ে জেল খাটলাম ; নিজেই বজ্জাৎ হয়ে ফিরে

এলাম।—আমি তাস খেলতে শিখেছি ওইখানে, জেলে।

আনন্দ—মারামারি করেছিলে,—মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার বুঝি!

গগন—হ্যাঁ, আমার বোন।·· ···যাক গে; আর জানতে চাইবেন না। বেশী প্রশ্ন করলে আমার মেজাজ খচে যায়।······বোনটা মারা গেছে অনেক দিন হল,—প্রায় দশ বছর। বড় ভালবাসত আমাকে।

আনন্দ—আবার সেই কথা।······শুনেছ, খগেনবাবু একটু আগে চেঁচা-মেচি করে বেরিয়ে গেল? "কাজ নেই, কিচ্ছু নেই"—সে কি চীৎকার······রেগে আগুন।

গগন—আর কিছুদিন যাক, ঠিক মানিয়ে নেবে।······কিন্তু আমি এখন কি করি বলুন তো?

আনন্দ—ওই যে, খগেনবাবু আসছে।

(চিন্তান্বিতভাবে খগেনের প্রবেশ। গগন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।)

গগন—কি হে, বিধবাসুন্দর! কি ভাবছ?

খগেন—(শান্তভাবে) ভাবছি, যন্তরপাতি বেচে তো বউ-এর চিতা সাজালাম। এখন কি করি!

গগন—আমার কথা শোন। কিচ্ছু করো না; স্রেফ দুনিয়ার বোঝা হয়ে বসে থাক।

খগেন—তুমি বলতে পার। কিন্তু আমার ওভাবে ভাবতেও ঘেন্না হয়।

গগন–ভাবতে ঘেন্না হয়; কিন্তু শেয়াল-কুকুরের মত এখানে পড়ে থাকতে তো ঘেন্না হয় না।······ভেবে দেখ, আমি বলছি, কাজ-কম্মের আশা ছেড়ে দাও; তুমি আমি সবাই ছেড়ে দি। যেখানে যে আছে, সবাই কাজ ছেড়ে দিক,—আমরা সব হাত

গুটিয়ে বসে থাকি।......ভাব দেখি, করতে পারলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় ?

খগেন—সবাই না খেয়ে মরব। আর কি !

(নেপথ্যে নন্দির আর্ত চীৎকার শোনা যায়—"একি !...... আমি কি করেছি তোমাদের !......দিদি ! .....না—")

আনন্দ—(চঞ্চল) নন্দি না ?

(নেপথ্যে ধুপধাপ শব্দ। বাসনপত্রের ঝন্‌ঝন্। কয়েকজনের দ্রুত চলাফেরা—কথাবার্তা। নন্দির আর্তনাদ। জটাধরের চীৎকার—"বজ্জাৎ মাগী......তোকে আমি আজ—।" দ্রুত নন্দির প্রবেশ। পিছনে পিছনে অন্নদা তাকে তাড়া করে। নন্দি ভয়ে পালাতে চায়।)

অন্নদা—নন্দি, দাঁড়া বলছি। ··· ভাল হবে না। নন্দি ! ·· আমি তোকে—

নন্দি—আমাকে মেরে ফেললে।......বাঁচাও—(যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেইদিকে নন্দির প্রস্থান। অন্নদা তার পিছনে যায়।)

গগন—(ধমক) এ্যাইও ! তোমরা থামবে কি না !

আনন্দ—(চঞ্চল) কান্ত—কান্ত কোথায় গেল ! এখন যে তাকেই দরকার। তোমরা একটু দেখ না......কান্ত......

নারায়ণ—(এগিয়ে আসে) আমি যাচ্ছি। বুড়োর পিণ্ডি যদি আজ না চট্‌কাই তো—

অনন্ত—অনেকক্ষণ থেকেই তো চলছে।

গগন—(আনন্দকে) দাদু চলুন, থানায়—আমরা সাক্ষী দেব।

আনন্দ—দেব। কিন্তু—কান্ত এলে বড় ভাল হত।

(নেপথ্যে নন্দির করুণ আর্তনাদ—"আ......দিদি...... দিদি —")

অনন্ত—একি! গলা টিপে ধরেছে নাকি! (নেপথ্যে আর একবার হুড়ো-হুড়ি, চেঁচামেচি, চীৎকার। ষ্টেজের উপর সবাই চরম অস্বস্তি অনুভব করে—কি করবে ভেবে উঠতে পারে না।)

আনন্দ—(হঠাৎ চীৎকার করে) এ্যাইও, আমি বলছি, তোমরা থাম।
(দ্রুত আনন্দর প্রস্থান। তার পিছনে খগেন ছাড়া আর সবাই। খগেন দাওয়ার একধারে নির্বিকারভাবে বসে থাকে।)

খগেন—(মনে মনে বিড়বিড় করে। শেষের কথাগুলো বোঝা যায়)……
কিন্তু কেমন করে! তোমাকে বাঁচতে হবে। মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই। একটা বাসা। —ওঃ, মানুষ এত একা! পাশে দাঁড়াবার মত একটা লোক নেই! ……(উঠে ধীরে ধীরে আর সবাই যেদিকে গেছে, তার উলটো দিকে প্রস্থান। নেপথ্যে অবস্থা শান্ত হয়। কয়েকজনের কথা শোনা যায়।)

(নেপথ্যে) অন্নদা—ছেড়ে দাও ; ও আমার বোন।

(নেপথ্যে) জটাধর—হোক। আমি ছাড়ব না।

(নেপথ্যে) অন্নদা—ছাড় বলছি।

(নেপথ্যে) গগন—কান্তকে ডাক না। শিগ্‌গীব। ……এই যে, সিংজী, ধর তো বেটাকে। (একটা হুইসিলের শব্দ শোনা যায়। হলধব ও বিশ্বনাথনের প্রবেশ।)

বিশ্বনাথন—কি রকম আইন মশাই, একটা লোককে মেবে ফেলবে, আর—

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন—হামি শালাকে এক কোঁৎকা মেরে—

হলধর—তোমরা কি আবার লড়বে নাকি ?

বিশ্বনাথন—আপনি পুলিশ না ? কিসের পুলিশ ?

হলধর—আমার হুইসিল দিয়ে দাও।

(জটাধরের প্রবেশ)

জটাধর—হলধর, ওকে ধর, ওই খুন করেছে।

(কামিনী ও রাণী নন্দিকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে। তার পিছনে অন্নদা ক্ষিপ্তভাবে তেড়ে আসে নন্দিকে আঘাত করার জন্যে। গগন তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়। ঘণ্টু অন্নদার কানের কাছে মুখ নিয়ে উৎকট আওয়াজ করে। কামিনী ও রাণী নন্দিকে দাওয়ায় খাটিয়ার উপর শুইয়ে দেয়।)

গগন—(অন্নদাকে) গায়ে তেল বেড়েছে, না ?

অন্নদা—(হাঁপাচ্ছে) ছেড়ে দাও। আমি ওকে খুন করব।

কামিনী—(অন্নদাকে) খুব হয়েছে। ······নিজের বোন ; লজ্জা করে না ?

হলধর—(হঠাৎ গগনের কাঁধ চেপে ধরে) এইবার বাছাধন······ !

গগন—সিংজী, ধর ত—। (হলধর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেয়।)

(কান্তর প্রবেশ। গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখ। ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসে।)

কান্ত—কোথায়, নন্দি কোথায় ?

জটাধর—(কোনের দিকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে) হলধর, ওই যে, ধর, পাকড়াও,—চোর, গুণ্ডা,—তোমরা ধর। ......

কান্ত—(জটাধরের দিকে মুখ তুলে দেখে) ও, তুমি ! (জটাধরের সামনে এগিয়ে যায়। জামার কলার ধরে সামনে টেনে এনে একটা ঘুসি মারে। জটাধর পড়ে যায়। কান্ত নন্দির কাছে যায় ; তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। অন্নদা জটাধরের মাথার কাছে গিয়ে বসে।)

হলধর—চলে যাও এখান থেকে। একি, এত ভীড় কিসের ! জান,

এসব ঘরোয়া ব্যাপার! —যাও, হটো—

কান্ত—(মুখ তুলে) ওকে মেরেছে কেন? কি করেছিল ও?

কামিনী—কি করেছে দেখ। গরম জল ঢেলে—

নন্দি—(অস্ফুটে) কান্ত, তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল; আমি......আর কোথাও......

অন্নদা—(আর্তনাদ করে) একি। কথা বলছে না কেন? (উঠে দাঁড়ায়) খুন—খুন করেছে। (সবাই জটাধরের কাছে এগিয়ে যায়। অনন্ত কান্তর কাছে আসে।)

অনন্ত—(চাপাস্বরে) কান্ত, বুড়ো মারা গেছে।

কান্ত—(শান্তভাবে) একটা এ্যাম্বুলেন্স ডাক, নন্দিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমি সঙ্গে যাব।

অনন্ত—আমি বলছি, বুড়ো খুন হযেছে।

(জটাধবের সামনে ভীড কমে আসে। নানা মন্তব্য— "সত্যি।" "হুঁ।" "চল, এখান থেকে—।" "এখুনি পুলিশ এসে পডবে।"—ভীড পাতলা হয়ে যায।)

অন্নদা—খুন—খুন কবেছে, ওই কান্ত। আমি দেখেছি কান্ত খুন কবেছে। কান্ত, এইবার!

(অন্নদার চোখে-মুখে পিশাচের হাসি।)

কান্ত—(অন্নদাকে) এইবার তাহলে তুমি খুশী হযেছ! কিন্তু... ... (ধীবে ধীবে অন্নদাব দিকে এগোতে থাকে) তোমাকেও আমি ছেড়ে দেব না . পিশাচ—(গগন ও অর্জুন বাধা দেয়। ভয়ে ভযে অন্নদা প্রস্থান কবে।)

অনন্ত—(কান্তকে) কি করছ তুমি?

(অন্নদাব মুখখানা উইংসের পাশে দেখা যায়।)

অন্নদা—(হলধরকে) কি করছ, বাঁশী বাজাতে পার না ! পুলিশ ডাক। ওই কান্ত—

হলধর—আমার হুইসিল্‌টা কে কেড়ে নিয়েছে।

অনন্ত—(কান্তকে) কান্ত, কিছু ভেবো না। তোমার সঙ্গে মারামারি করছিল—হার্ট ফেল করেছে।

অন্নদা—(উইংসের কাছ থেকে) আমি দেখেছি, ও খুন করেছে—কান্তবাবু……

অনন্ত—আমিও ঘু'ষা দিয়েছিলাম। গতরে কিচ্ছু নেই। তুমি ভেবো না, আমি সাক্ষী দেব।

কান্ত—আমার জন্যে ভাবছি না। ভাবছি, অন্নদাকে কেমন করে জড়ান যায়। —ওকে জড়াব। ওই তো বলেছিল বুড়োকে খুন করার কথা—কাল রাত্রে……

নন্দি (হঠাৎ চেঁচিয়ে) কিন্তু কান্ত ! ……ও, তাহলে তুমি—! আমি বুঝতে পেরেছি ; তুমি আর দিদি আগে থেকে যুক্তি করেছিলে। তাই আজ তুমি আমার সঙ্গে ওইভাবে কথা বলছিলে, যাতে দিদি শুনতে পায়।……তোমরা শোন, আমার দিদি……কান্তর সঙ্গে—সবাই জানে সেকথা। দুজনে মিলে যুক্তি করে ওকে খুন করেছে। ও ছিল ওদের পথের কাঁটা। আমিও ;—তাই আমার গা পুড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা শোন—

কান্ত—নন্দি,……কি বলছ তুমি !

অনন্ত—হুঁ।

অন্নদা—(উইংসের কাছ থেকে) মিথ্যে কথা। ওকে কান্ত খুন করেছে ; আমি দেখেছি।

অনন্ত—চালটা দিয়েছিলে ভাল; কিন্তু······তোমার কপালে দুখ্‌খু আছে।

অর্জুন—মাথা-মুণ্ডু কি সব হচ্ছে!

কান্ত—নন্দি! তুমি কি বিশ্বাস কর—কেমন করে ভাবছ তুমি! আমি ওর সঙ্গে যুক্তি করে—

অনন্ত—ভেবে বল নন্দি, তোমার কথার ওপরে ওর বাঁচা-মরা—

(নেপথ্যে) অন্নদা— (উইংসের ঠিক পাশেই তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়) ওরা আমার স্বামীকে খুন করেছে, ইনস্‌পেক্টর সাহেব। আমি দেখেছি, কান্ত—খুন করেছে। সবাই দেখেছে······ (ডুকরে কান্না)

নন্দি—(ক্লান্তভাবে) আমি জানি, আমার বোন অন্নদা আর কান্ত—দুজনে মিলে ওকে খুন করেছে। ইনস্‌পেক্টর সাহেব, আমাব কথা শুনুন—আমার দিদি······কান্তর সঙ্গে যুক্তি করেছে, কেমন করে খুন করবে।—ওই যে কান্ত—ও খুনী। ওদের ধরুন; জেলে নিয়ে যান। ওদের দুজনকে। ······আমাকেও নিয়ে চলুন ইনস্‌পেক্টর সাহেব, দয়া করে আমাকেও জেলে নিয়ে চলুন······। (কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে থাকে।)

পর্দা

চতুর্থ অঙ্ক

[দৃশ্যসজ্জা পূর্ববৎ। বিশ্বনাথন এই বাড়িতে উঠে এসেছে। দাওয়ায খাটিয়াব উপব একপাশে তাব বিছানাপত্র জড কবা বয়েছে। বিশ্বনাথন খাটিয়ার একপাশে বসে আছে। খগেন কাঠের বাক্সটাব উপর বসে ঘণ্টুব ভাঙ্গা বেহালাটা সাবাবাব কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে তাবে আঙুল ঠেকিয়ে পরীক্ষা কবে দেখে। গগন ও বাজা কাঠেব গুঁড়িটাব উপব বসে আছে। মাঝে মাঝে গুঁড়িটাব ওপাশে বোতল থেকে গেলাসে ঢেলে মদ খাচ্ছে। বাণী বসে আছে ওপাশে দাওযাব উপব। নাবাযণ এক কোনে বসে ক্রমাগত কেশে চলেছে। সময—বাত্রি। শীতকাল। বাইবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওযা।]

খগেন—আনন্দবাবু চলে গেল, আমবা যখন ইনস্পেক্টবেব সঙ্গে কথা বলছিলাম।

বাজা—সবাব নজব এডিয়ে একেবাবে উবে গেল হে !

গগন—আমাদেব মত ভালমানুষেব সঙ্গ তার সইবে কেন ?

বাণী—ভালমানুষ ! আনন্দবাবু তোমাদেব থেকে অনেক ভাল। তোমবা হলে সব……ষাঁড়েব গোবব।

বাজা—(গেলাসে চুমুক দেয়) সুখে থাক, মহাবাণী।

গগন—ভাবতেও মজা লাগে।—তোমরা শুনেছ, রাণী আনন্দবাবুব প্রেমে পড়েছিল !

বাণী—হ্যাঁ, পড়েছিলাম তো। তাতে তোমাদের কি ?

গগন—(সহাস্তে) কিছু না।… ..কিন্তু তুমি তো বুড়ী নও রাণী, দাঁত থাকতে ছেঁচা-পান খাওয়ার লোভ কেন ?

রাজা –(সহাস্যে) কুমড়োর ঘ্যাঁট, দাঁতে নেয় না। (সবাই হেসে ওঠে।)

খগেন--লোকটা ভাল ছিল, মানুষের দুঃখু বুঝত। কিন্তু তোমরা— কিছুই বোঝ না।

গগন—আমি মানুষের দুঃখু বুঝলে তোমার তাতে লাভ কি ?

খগেন—লাভ-অলাভের কথা নয়। কেউ একজন দুঃখু পেলে সেটা বোঝা উচিত।

বিশ্বনাথন—দিল্ তারও একটা কানুন আছে। আনন্দবাবু সেই কানুন মানত।

রাজা—কি। কিসের কানুন বললে ?

বিশ্বনাথন—দিল্।—মনের।

রাজা –যথা ?

বিশ্বনাথন--কাউকে আঘাত দিও না।

গগন—১৭০ ধারায় ওই কথা লেখা আছে।

রাজা—চুয়ান্নতেও পড়ে।

বিশ্বনাথন—আমাদের শাস্ত্র হল আইন। সবার তা মানা উচিত।

খগেন—(বেহালায় টুংটাং শব্দ করে, ঠিক সুর বাজেনা —বিরক্ত হয়।) ধ্যেৎ।

গগন—(বিশ্বনাথনকে) তারপর।

রাজা—থামলে কেন।

বিশ্বনাথন—ঋষিরা আইন করল—শাস্ত্র। বলল, এই মত চল। তারপর অনেক দিন কেটে গেল, ওই পুরানো আইন বাতিল হল,

নতুন শাস্ত্র লেখা হল। তাই—যখন যেমন দরকার, তেমনি আইন করতে হয়। আর—

গগন—যেমন আজকের দিনে "পেনাল কোড"।·····বড় শক্ত আইন। পালটাতে সময় লাগবে।

রাণী—উঃ।·· ·(সবাই তার দিকে তাকায়। রাণী নিজের মনে কি ভাবছিল, লজ্জা পায়, পরমুহূর্তে নিজেকে সমলে নেয়।) আমি এখানে থাকব না। কিসের জন্যে থাকব? আমার তো কেউ নেই।· ··আমি চলে যাব, যেদিকে দুচোখ যায়।

রাজা—হেঁটে যাবে?

রাণী—যেমন করে পারি যাব।

গগন—নারায়ণকে তোমার সঙ্গে নিও। ও-ও এখান থেকে চলে যাবার জন্যে মতলব করেছে। কে ওকে খবর দিয়েছে—কোন্ এক সহরে খুব ভাল হাসপাতাল আছে, সেখানে ওর মন্তরকলার জন্যে বিনি পয়সায় মলম পাওয়া যায়।

নারায়ণ—মুখ্যু, ওটা যন্তরপাতি, (হাত দিয়ে দেখায়) ভেতরের।

গগন—মদের চাপে মন্তরকলা—।

নারায়ণ—যাবে।

গগন—গেছে।

নারায়ণ—নারায়ণ এখানে চিরকাল থাকতে আসেনি, একদিন সে যাবেই

রাজা—কার কথা বলছ? কে যাবে?

নারায়ণ—আমি যাব।

গগন—আনন্দবাবু তোমার মাথাটি একেবারে খেয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছ?

নারায়ণ—মুখ্যু। বলদ।·আমি যাবই। "ধরণীর এক কোণে, রহিব আপন মনে—", যেখানে দুখ্খু নেই, অসুখ নেই—

রাজা—কিচ্ছু নেই। তাই না?

নারায়ণ—হ্যাঁ! সেখানে কিচ্ছু নেই।—

"বারবার মনে মনে বলিতেছি,
আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকার দিন, "

কিন্তু তোমরা। তোমরা এখানে পড়ে থেকে কি পাবে।

রাজা—অত কপচাচ্ছ কেন নটবর?

নারায়ণ—বেশ করছি আমার খুশী হলে আরও কপচাব।

রাণী—বল ত—ওই মূর্খরা শুনুক।

রাজা—তার মানে?

গগন—ছেড়ে দাও রাজা। ওদের সঙ্গে কথা বাড়িও না। চেতে আছে, রাগের মাথায় নিজের গলায়ই হয়তো কোপ দিয়ে বসবে।···· আসল কথা হচ্ছে, অপরের কিছুতে নাক গলানো উচিত নয়। —আনন্দবাবু বলত। (হাসে) বুড়ো আমার মাথায়ও কি যেন সব ঢুকিয়ে গেছে।

গগন—ভাল থাকার কথা বলত, কিন্তু তার রাস্তাটা দেখিয়ে গেল না।

রাজা—আনন্দবাবু একটি ঠগ।

রাণী—ঠগ তুমি নিজে।

রাজা—তুমি চুপ কব—মহাবাণী।

খগেন—সত্যি-মিথ্যে কোনটাতেই বুড়োব কিছু আসত যেত না। কিন্তু আমাদেব ? ওই তো বিশ্বনাথ—কাজ কবতে গিয়ে হাতটি ভেঙ্গে বসে গেল। এই "সত্যি" দিয়ে ও কি কববে ?

গগন—(ধমক দেয়। ঈষৎ মত্ত) চুপ কব। ভেড়ার পাল সব। বুড়োব নামে কোন কথা বলতে পাববে না। (বাজাকে) আর তুমি, তুমি হচ্ছ ভেড়াব পালে পালেব গোদা। ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই, তার ওপব মিথ্যেবাদী, ঠগ। সত্যি কি! মানুষ। হ্যাঁ, মানুষই হচ্ছে সব। আনন্দবাবু একথা বুঝত। কিন্তু তোমবা বোঝ না, কারণ তোমাদেব মাথায তো সব ষাঁড়েব গোবব। আমি আনন্দবাবুকে বুঝতাম। মিথ্যে কথা সে বলত—কিন্তু সে শুধু তোমাদেব ওপব করুণা কবে, তোমাদের মনে ফুর্তি আনবাব জন্যে। আমি আনন্দবাবুকে বুঝি। মিথ্যে বলে সে তোমাদের সান্ত্বনা দিত। আমি জানি। তোমবা সব গোলাম তো, তাই তোমাদেব মিথ্যেব দবকাব হয়। আব দবকাব যাবা পরেব খায। গোলাম খাটিয়ে খায় বাদসা—বাদসাদেরও মিথ্যের দবকাব। গোলাম আব বাদসা। . কিন্তু যাবা গোলামও না, বাদসাও না, তাদেব ? তাদেব কোন মিথ্যেব দরকাব নেই। তাবা স্বাধীন, নিজেই নিজেব রাজা—মুক্ত মানুষ।

রাজা—চমৎকাব। বেশ বলেছ ভাই। কথাগুলো একেবারে চোস্ত ভদ্দবলোকেব মত শোনাচ্ছে।

গগন—আমি জোচ্চোর।.. তোমার ভদ্দরলোকেবা যদি লোক ঠকাবাব

জন্যে জোচ্চোরের মত কথা বলতে পারে, আমি কেন তাহলে ভদ্দরলোকের মত কথা বলতে পারব না! হুঁ!......অনেক কথা মনে ছিল, কিন্তু ভুলে গেছি।......আনন্দবাবু বড় মজার লোক। এমন সব কথা বলত, আমার মাথাটা পর্যন্ত কেমন—। (হাসে। গেলাসে মদ ঢেলে খায়) আনন্দবাবু নিজের মুখে ঝাল খেত। যা দেখত, সব নিজের চোখে। আমি একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মানুষে বাঁচে কেন?" (আনন্দবাবুর অনুকরণ) "বাঁচে আরও কিছু পাবার জন্যে। কিন্তু কে যে কিভাবে কাজে লাগবে, কেউ তো জানে না; তাই সবাইকে ভাল চোখে দেখতে হয়—ভালবাসতে হয়।

(সবাই মনোযোগ দিয়ে গগনেব কথা শোনে। রাজা মাথা নিচু কবে বসে কাঠের গুঁড়িটার উপর আঙুল দিযে টোকা দিতে থাকে। খানিক চুপচাপ)

রাজা—হুঁ।......আরও কিছু পাবাব জন্যে!......মাঝে মাঝে আমার বাপ-দাদার কথা মনে পড়ে। বনেদী ঘর। আমার ঠাকুর্দা ছিল কান্দী পরগণার জমিদার। তাঁব ঠাকুর্দা এসেছিল মাড়োয়ার থেকে।—জমিদারীর কত পাইক, বরকন্দাজ, লোক, লস্কর। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। রাঁধুনী; কত খাবার, কত—

রাণী—মিথ্যে কথা। সব গুল।

বাজা—(ক্রুদ্ধ) কি! কি বললে!

রাণী—সব গুল।

বাজা—(জোর দিয়ে) তিন-মহলা বাড়ি, সামনে দিঘী—বাঁধান চত্তর।

রূপোর পালঙ্ক—

(খগেন বেহালা হাতে উঠে একপাশে দাওয়ায় গিয়ে বসে।)

রাণী—গুল।

রাজা—চুপ কর্‌। আমি বলছি, হাজার বাতীর ঝাড়-লণ্ঠন—

রাণী—গুল।

রাজা—আমি তোমাকে খুন করে ফেলব রাণী।

রাণী—(উঠে পালাবার জন্যে তৈরী হয়) লেম্প ছিল; লণ্ঠন নয়।

গগন—এই, চুপ কর না।

রাজা—দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায়।......আমার ঠাকুর্দা—

রাণী—তোমার ঠাকুর্দা ছিল না। তোমার কিচ্ছু ছিল না। (গগন সশব্দে হেসে ওঠে।)

রাজা—(ক্রোধের পরবর্তী অবসাদে ক্লান্ত হয়ে পড়ে) গগন, তুমি বলে দাও, ওই বজ্জাৎটা.. ...তার মানে! তুমিও হাসছ! তুমিও আমায় বিশ্বাস কর না? (প্রায় কেঁদে ফেলে) আমি বলছি, এর একটা কথাও মিথ্যে নয়।

রাণী—(বিজয়িনীর ভঙ্গীতে) এইবার! এইবার বুঝতে পাবছ, কেউ তোমার কথা বিশ্বাস না করলে কেমন লাগে!

খগেন—(কাঠের বাক্সের উপর আগের জায়গায় ফিরে আসে) আমি ভেবেছিলাম, দু'জনে একহাত হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথন—তোমরা বড় ঝঞ্ঝাটে।

রাজা—(কাঁদ কাঁদ স্বরে) আমি .....আমায় নিয়ে তোমরা মজা করবে, আমি কিছুতেই সইব না। আমি প্রমাণ করে দেব। আমার কাছে পুরনো নথি আছে; আমি দেখিয়ে ছাড়ব।

গগন—ছাড় না। যত ছেঁড়া-কথা নিয়ে—। তোমার ঠাকুরদার

ঝাড়-লণ্ঠনে তোমার ঘরে আলো হবে ?

রাজা—কিন্তু ও বলবে কেন ?

বাণী—সত্যি, ভাব দেখি, ও বলবে কেন ?

গগন—তাতে হয়েছে কি ! ওর তো কিছুই ছিল না ; না জমিদারী, না ঝাড়-লণ্ঠন। ঠাকুর্দা, কি বাবা-মা—হয়তো তারাও ছিল না।......রাণী, তুমি এর মধ্যে একদিনও হাসপাতালে গিছলে ?

রাণী—কেন ?

গগন—নন্দিকে দেখতে।

রাণী—নন্দি হাসপাতাল ছেড়েছে অনেক দিন আগে। তারপর আর কোন পাত্তা নেই।

গগন—পালিয়ে গেছে ?

রাণী—হঁ্যা।

গগন—কে কাকে ল্যাং মারে দেখা যাক। কান্তু, অন্নদা—কেউ কম যায় না।

বাণী—অন্নদা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কান্তকে নিয়েই মুস্কিল। যা গোঁয়ার—খুনের দায়ে শেষে ফাঁসী না হযে যায়।

গগন—না, না। ফাঁসী হবে কেন ? ইচ্ছে করে তো আর খুন করেনি। —জেল হবে, বেশ কয়েক বছর।

রাণী—ফাঁসী হলেই ভাল ছিল, আপদ চুকে যেত। এই জঞ্জাল যত সাফ হয় ততই ভাল।

গগন—কি বলছ তুমি ? জঞ্জাল ! তুমি নিজেও যে এই জঞ্জালের—

রাজা—আমি আর সইতে পারছি না ; বড্ড বাড বেড়েছে। দু'ঘা না দিলে—

রাণী—কি বললে ! ......দিয়েই দেখ না।

রাজা—দেব। ছাড়ব না। তোমার কপালে দুখ্‌খু আছে।

গগন—যাক ; আর দুখ্‌খু দিয়ে কাজ নেই। (হাসে) বুড়ো আমাব মাথাটাও খেয়ে গেছে—"মানুষকে দুঃখ দিও না।" ......কিন্তু আমায় যদি কেউ দুখ্‌খু দিযে থাকে, যে-দুখ্‌খু আমি আজও ভুলতে পারছি না, তাহলে ? আমি কি তাকে ক্ষমা কবব ? ভুলে যাব তাদের ?

রাজা—(রাণীকে) আমার সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করতে এস না। ভাগাড়ের জঞ্জাল !

রাণী—তাই বটে ? শকুন কোথাকাব !

(সবাই হেসে ওঠে।)

রাজা—বলদের বাড দেখেছ ? বাগ করলে বাগ বোঝে না।

রাণী—হাস ; মজা পেয়েছ কিনা। তোমাদের আমি......ক্ষ্যামতা থাকলে তোমাদের আমি—(পাশে একটা মাটির হাঁড়ি পড়ে ছিল। বাণী ক্রোধের বশে হাত ছোড়ে। হাঁড়িটা দাওযাব উপর থেকে মাটিতে পডে ভেঙে যায়।)

বিশ্বনাথন—এই, সামান ভাঙছ কেন, এ্যাঃ !

রাজা—নাঃ, কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার, নইলে— । বড্ড বাড হয়েছে।

রাণী—এসো না। (পালাবার জন্যে তৈরী হয়) ঘাটেব মডা কোথাকার।

(রাজা উঠে দাঁড়ায়।)

গগন—এই, কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

রাণী—গোবরের পোকা, মর না কেন তোমরা। (রাজা তেড়ে যায়। রাণীর প্রস্থান।)

(নারায়ণ রাণীর দিকে মুখ তুলে তাকায়।)

বিশ্বনাথন—তোমরা বড় খারাপ লোক। মেয়েছেলে—এতখানি ভাল না।

খগেন—বিয়ে হয় নি তো। মাব কারে বলে, জানে না।

রাজা—জঞ্জাল!

খগেন—(বেহালার তারে টুং টাং আওয়াজ তোল) বাঃ, এতক্ষণে স্বরে এসেছে। ঘণ্টুটা এলে হাতে দিয়ে খালাস হতাম।

গগন—রাজা! (মদের পাত্র দেখিয়ে) আব একটু দাও।

খগেন—(সলজ্জ) আমাকে একটু দেবে?

গগন—উঁ! তাহলে তুমিও নাম লেখালে?

খগেন—(গেলাসে চুমুক দেয) মন্দ লাগে না। (ঢেকুর তোলে) বেশ খুশী খুশী লাগে। মানুষের মত মনে হয়।

(বিশ্বনাথন গলা বাড়িয়ে আকাশের দিকে দেখে। খাটিয়ার উপর টান হয়ে বসে বুকের কাছে হাত রেখে উপাসনা করে—সম্ভবত গায়ত্রী পাঠ।)

রাজা—(গগনকে) দেখেছ?

গগন—করুক। গোলমাল কর না। (অল্প হাসে) আমার মনটা আজ এত হালকা লাগছে কেন?

রাজা—পেটে জল পড়লে তোমার মন তো সবদিনই হালকা হয়ে যায়। মাথায় বুদ্ধিও খেলে।

গগন—হুঁ; মদ খেলে যা দেখি তাই কেমন সুন্দর লাগে।...... বিশ্বনাথন জপ করছে, না? ভাল। মানুষ নাস্তিক হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে—তার খুশী।...... ফল যদি চাও, তার জন্যে চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে। ভগবানে বিশ্বাস কর অথবা নাস্তিক হও, বুদ্ধিমান

হতে চাও অথবা বোকামী কর, ভালবাস অথবা ঘেন্না কর—তোমার মনের কাছেই সব। যা চাইবে, তাই পাবে। আর এই জন্যেই তো আমরা স্বাধীন……মানুষের মন আছে। মানুষ—মানুষই হচ্ছে আসল, সত্য। কিন্তু মানুষ কে? তুমি নও, আমি নই, ও-ও নয়। না। তুমি, আমি, ও, বুড়ো আনন্দ, সিরাজদ্দৌলা, হর্ষবর্ধন, শঙ্করাচায—সবাই মিলে এক (হাত দিয়ে শূন্যে মানুষের কল্পিত মূর্তি আঁকে)—মানুষ। হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছ, কি মারাত্মক! সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত……স-ব মানুষের মধ্যে; স-ব মানুষের জন্যে। শুধু মানুষ আছে; আর সব তার হাতের কাজ, মগজের বুদ্ধি। অদ্ভুত, না! এই মানুষ! বলতেও কেমন বুকটা ভরে ওঠে— মানুষ। তাকে শ্রদ্ধা কর; করুণা করো না। করুণায় মানুষের অপমান হয়। (গেলাসে মদ ঢালে। খগেনকে দেয়। নিজে খায়।) এই আমি, জেল-খাটা কয়েদী, (খগেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে) খুনী, লম্পট, চোর;—রাস্তা দিয়ে যখন হাটি, চেনা লোকেরা দূরে সরে যায়; উপদেশ দেয়ঃ খেটে খেতে পার না!—হুঁঃ! (হাসে) যেন খাওয়াটাই সব। পেট ছাড়া যাদের অন্য চিন্তা নেই, আমি তাদের ঘেন্না করি। মানুষের যে আরও অনেক কাজ; সে যে এইসব ছোট-খাট ব্যাপারের অনেক উঁচুতে।

রাজা—তুমি এইসব কথা ভাবতে পার—ভাল; মন ভাল থাকে এতে। কিন্তু আমি (চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, ভয়ে ভয়ে নিচু গলায়) পারি না। ভয় করে; মাঝে মাঝে ভাবি, এর পরে কি?

গগন—মুখ্যু, ভয় কিসের!

রাজা—ছোটবেলা থেকে কতবারই তো ভোল পালটালাম।……ইস্কুলে

গেছি, কিন্তু কিচ্ছু শিখতে পারিনি; ভুলে গেছি। তারপর বিয়ে করলাম। বউটা মরে গেল। আমি কিন্তু ঠিক আছি। সরকারী কারখানায় চাকরী পেলাম। চুরির দায়ে জেল হল। কিন্তু আমি—আমি কিন্তু ঠিক আছি, না! ভাবতে বেশ লাগে; কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়। বেশ মজার, না?

গগন—বোকামী।

রাজা—বোকামী! হবে।······মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, কেন এমন হল! মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম—নিশ্চই কিছু একটা করার জন্যে তো?

গগন—বোধহয়।······হ্যাঁ, তাই; কিছু একটা করার জন্যে।

রাজা—(উঠে) যাই, রাণীর সঙ্গে ভাব করে আসি। কোথায় গেল ও!

(প্রস্থান)

(খানিক নিস্তব্ধ)

নারায়ণ—বিশ্বনাথ! (বিশ্বনাথন তার দিকে তাকায়) আমার জন্যে একটু প্রার্থনা কর।

বিশ্বনাথন—কি!

নারায়ণ—আমার জন্যে······একটু ভগবানের নাম কর।

বিশ্বনাথন—তুমি নিজেই কর না।

নারায়ণ—(একটুক্ষণ বিশ্বনাথনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর উঠে এসে গেলাসে মদ ঢালে। এক চুমুকে শেষ করে। দম নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করতে করতে) আমি—আমি যাচ্ছি।

গগন—এই, ধলন্ত-গাভী, কোথায় চললে?

(অনন্তর প্রবেশ; বগলে একটা বোতল, দুই হাতে বড় বড় দুটো ঠোঙা—খাবার আছে ওতে। পিছনে পিছনে হলধর।

হলধরের হাফ প্যাণ্ট পরনে, গায়ে চাদর, পায়ে চটিজুতো। চাকরী গেছে তার।)

হলধর—(অনন্তকে কি একটা বোঝাতে বোঝাতে আসছিল) উট আর খচ্চর হল এক জাতের। উটের শুধু কান নেই, এই যা তফাৎ।

অনন্ত—চাপা ছ্যান। .... আপনি নিজেই একটি—

হলধর—উটের কান থাকে না, নাক দিয়ে শোনার কাজ করে।

অনন্ত—(গগনকে) আরে, তুমি এইখানে। ভাল হয়েছে। (বগলের বোতলটা দেখিয়ে) ধর দেখি বোতলটা, দুটো হাতই জোড়া।

গগন—একটা ঠোঙা মাটিতে রাখ না।

অনন্ত—(বুঝে নেয়) হেঃ হেঃ, তোমার কি মাথা!

হলধর—সব চোরের মাথাই ওই রকম হয়, আমি জানি, নইলে চুরি করে সারা যায় না। চোর যে—মাথা না থাকলে চলবে কেমন করে। ভাল-মানুষের অবশ্য মাথা না থাকলেও চলে। কিন্তু মাথা না থাকলে আবার বিপদ—ওই যেমন উট : না মাথা, না কান।

অনন্ত—যেমন আপনি। ...আরে, এরা সব গেল কোথায়! অনেক মাথা খাটিয়ে এইগুলো সব জোগাড় করে এনেছি, সবাই মিলে ফুর্তি করব বলে। অর্জ্জন—অর্জুন আসেনি ?

খগেন—এসেছিল। চলে গেছে।

অনন্ত—মরুকগে। তোমরা এস, সুরু করি। (সবাই ঘিরে বসে) আর কেউ খাচ্ছে দেখলে আমার এত ভাল লাগে। নিজের তো পয়সা-কড়ি নেই। থাকলে আমার বাড়িতে আমি রোজ ভোজ দিতাম। সবাই খেত ; আনন্দ করত। গানের আসর বসাতাম—গান শুনত। সবাই মিলে ফুর্তি করতাম—

রোজ। আর......গগনের জন্যে রেখে দিতাম আমার অর্ধেক সম্পত্তি।

গগন—তোমার কাছে এখন কত আছে ?

অনন্ত--কেন ? ......ও। বেশ ; অর্ধেক এখুনি দিয়ে দিচ্ছি—সাড়ে ছ' আনা।

গগন - সবটা দাও।

অনন্ত—সবটা ? এখুনি নেবে ? ......আচ্ছা, নাও। (পয়সা দেয়)

গগন—আমার কাছে থাকলে সৎ কাজে লাগবে—তাস খেলব।

হলধর—সৎ পাত্রে গচ্ছিত বাখা হল—আমি সাক্ষী রইলাম।

অনন্ত—আপনি ! আপনি তো উটের কান। (সবাই হেসে ওঠে।) আমাদের সাক্ষীর দরকার নেই।

(ঘণ্টুব প্রবেশ)

ঘণ্টু—বাপ্‌রে ! কি ঠাণ্ডা !

অনন্ত—এখানে এস, গবম করে দিচ্ছি। (ঘণ্টু মদ খায়, অনন্ত চেয়ে দেখে।)

ঘণ্টু—খগেনবাবু ! আমার বেহালাটা—সেরেছে ? (গুন্‌গুন্ করে গান ধরে)—

(আমাব) থাকত যদি গরুব মত নাক,
(আমি) কানে দিতাম পাক।
প্রেম করত বিশ বছরের খুকী,
(আমাব) থাকত নাক ঝুঁকি॥

হলধর—হুঁ ! তোমার এই বিশ বছবের খুকিটি কে ?

অনন্ত—কেন, থানায় নিয়ে যাবেন নাকি ? আপনার তো পুলিশীও নেই ; দাদার শালীটিও গেছে।

ণ্টু—দাদার শালী নন্দিনী......! (সশব্দে হাসে)

অনন্ত—এক বোন জেলে। আর একটি হাসপাতালে মরমর।

হলধর—মরমর মানে! মরমর সে মোটেই নয়। —নন্দিনী ভাল হয়ে হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

(গগন হাসে)

অনন্ত—ওই হল। এখন তো আর নেই!

ঘণ্টু—আমার কিন্তু গান গাইতে ইচ্ছে করছে। গাইব? (ওরা মাথা নেড়ে সায় দেয়। ঘণ্টু গান গায় —)

খেঁদী—পয়সা ছিল তার।

আমার কপাল গুণে হলাম আমি মেকী;

তবুও আমি সুখী।......

আঃ, বড় ঠাণ্ডা।

(অর্জুনের প্রবেশ! প্রায় সবাই এক আধবার নিজের নিজের ঘরে যায়, আবার বেরিয়ে আসে)।

অর্জুন—অনন্ত, তুমি পালিয়ে এলে যে!

অনন্ত—নইলে পুলিশে ধরত যে।......এস, বস এখানে। গান কববে। সেই গানটা—

বিশ্বনাথন—রাত্রে ঘুম্োতে হয়। গান কর দিনের বেলা।

গগন—ঠিক আছে। তুমিও এস গাইবে।

বিশ্বনাথন—ঠিক আছে, মানে? এখন তোমরা গান গেয়ে হল্লা করবে নাকি?

অনন্ত—তোমার হাতটা আজ কেমন আছে, বিশ্বনাথ? হাসপাতালে গিয়েছিলে—কেটে বাদ দিয়ে দেয়নি তো?

বিশ্বনাথন—কেন! কাটবে কেন? এটা কি গাছের ডাল যে, কেটে বাদ

দিয়ে দেবে! দরকার না হলে······

অর্জুন—তোমার হয়ে গেছে বিশ্বনাথ। একহাতে তুমি কি করবে? বগল বাজাতে গেলেও যে দুটো হাতের দরকার হয়। (সবাই হেসে ওঠে। অনন্ত বিশ্বনাথনকে ধরে এনে সামনে বসায়।)

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী—সে এসেছিল এখানে?

হলধর—(কামিনীর সামনে এসে) এই যে আমি।

কামিনী—একি! তুমি আবার আমার চাদর নিয়েছ?—এতকাল পুলিশী করলে, চুরি-ছ্যাঁচ্‌ডামো করেও এ্যাদ্দিনে একটা চাদর জোগাড় করতে পারনি?

হলধর—বড় ঠাণ্ডা, তাই······

কামিনী—বড় ঠাণ্ডা তো এখানে কি করছ! চল, ঘরে চল।

হলধর—যাব? (সবার দিকে একবার করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) চল। সত্যি, অনেক রাত্তির হয়েছে।

গগন—(কামিনীকে) বেশ কড়া শাসনে রেখেছ বলতে হবে।

কামিনী—নইলে উপায় আছে? (গগনের কাছে আসে) তবু কি সামলানো যায়! একটু চোখের আড়াল করেছ কি অমনি দেখবে একটা-না-একটা বাধিয়ে বসে আছে। (গোপনীয়তার সঙ্গে) আজকাল আবার মদ খেতে শিখেছে। আবার আমার কি সব্বোনাশ করে বসে, তাই দেখ।

গগন—তুমিও আর লোক পেলে না! শেষে ওই······

কামিনী—লোক। লোক কোথায় শুনি! বললেই হল! হুঁঃ! ....দুনিয়ার ভাল লোক কি আর আছে?

গগন—ঠিক, আর লোক নেই।

কামিনী—ঘণ্টু!

ঘণ্টু—এই যে।

কামিনী—তুই হাসছিস্ যে?

ঘণ্টু—কই, হাসিনি তো।

কামিনী—আমার নামে তুই কি সব যা তা বলে বেড়াচ্ছিস?

ঘণ্টু—যাঃ! যা-তা নয়, যা তাই। বলছিলুম, তোমার এই গতর, আর তুমি শেষে বিয়ে করলে কিনা……

কামিনী—আমি নাকি ওর গায়ে হাত তুলেছি?

ঘণ্টু—আমি তাই ভেবেছিলুম। তুমি সেদিন ওর চুলের মুঠি ধরে যেমন করে হিড়হিড করে টানতে টানতে নিয়ে গেলে……।

কামিনী—থাম্। —এর জন্যে তুই-ই দায়ী। তোর এইসব কথা শুনেই ও মদ খেতে সুরু করেছে। অমন ভাল মানুষটা—।

ঘণ্টু—তাহলে মুরগীতেও মদ খায়!

(গগন ও খগেন হেসে ওঠে)

কামিনী—কি হারামজাদা ছেলে রে বাবা। এ্যাঁ! কি ভাবিস্ নিজেকে?

ঘণ্টু—দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা। নাক বরাবর হাঁটি, আর—

(বিশ্বনাথন ইতিমধ্যে দাওয়ার খাটিয়ায় গিযে বসেছে। অনন্ত তাকে ধরে টানাটানি করতে থাকে।)

অনন্ত—উঁহুঁ, অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না। আজ তোমাকে গাইতেই হবে। এস—। (হাত ধরে টানে।)

অর্জুন—গান! বহুৎ আচ্ছা।

ঘণ্টু—আমিও গাইব! (বেহালাটা নিয়ে আসে।)

বিশ্বনাথন—(হেসে) আচ্ছা, গাও। (অনন্তকে) শালা, শয়তান আছে। অনন্ত, (একটু ইতস্তত করে) আমাকেও একটু দাও, খেয়ে

নি। ভাল দিন তো রোজ রোজ আসে না।

অনন্ত—গগন, খাবারটা বেঁটে দাও। আর……দুটো গেলাস নিয়ে এস। (অর্জুনকে) বস না তুমি। (হাসে) মানুষ কত অল্পে খুশী হয়। আমি, দেখ, সামান্য একটু মদ খেয়েছি। তাইতেই আমি রাজা। (হাসে) নাও, সুরু কর……সেই গানটা…… আমিও গাইব, হল্লা করব……

অর্জুন—(গান ধরে) "হামে মুশাফির হামে খোয়াইয়া,
হাম সব হিম্মতবালে.. "

অনন্ত—(যোগ দেয়) "হাম সব হিম্মতবালে"।

অর্জুন— "…. নিকল পড়ে মেঁা জোশ খেলনে
দেশভক্ত মাতোয়ালে ….."

সবাই— '……দেশভক্ত মাতোয়ালে …." (গান চলে)

(হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত রাজার প্রবেশ)

রাজা—(চীৎকার করতে করতে ঢোকে) তোমরা থাম……তোমরা থাম……(এক মুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়ায়। সবাই তার দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে) নারায়ণ……নারায়ণ গলায় দড়ি দিয়েছে।

(সবাই রাজার দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে রাণী প্রবেশ করে। বিস্ফারিত চোখে এদের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

গগন—মুখ্যু!……এমন গানটা মাটি করে দিলে।

যবনিকা

Amrita Bazar Patrika (Calcutta) 25-4-58

"..........The play by virtue of its many distinctive traits of an honestly depicted theme of life against the back-ground of problems of modern living is worthy of popular attention. Although based on Gorky's famous drama 'Lower Depths' the adaptation has been skilful and human enough to overcome the limitations of time and place and exude a ti meless appeal of universality.........."

আনন্দবাজার—২।৫।৫৪

"..........গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথ্স্'-এর স্থান পেট্রোগ্রাডের নীচের মহল, পাত্র-পাত্রী সেই মহলের চোর-খুনী-গুণ্ডা-মাতালের দল। বর্তমান বাংলা নাটকের দৃশ্যপট বিস্তৃত হয়েছে কলকাতার বস্তীতে। কিন্তু যেহেতু গোর্কীকথিত সত্যটুকু বিশেষ কোন স্থানকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সেই জন্য নাটকের বাংলা রূপান্তরে এর রস ক্ষুণ্ণ হয়নি। এর পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে মূল লেখকের ব্যঙ্গ ও বক্তব্য খুঁজে নেওয়া কঠিন হয় না। উমানাথ ভট্টাচার্য অনুবাদের কাজে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।....."

মঞ্চ-কথা—মে, ১৯৫৮

"......উমানাথ ভট্টাচার্য ভারী অভিনবত্ব দেখিয়েছেন এই নাটকের অনুবাদকার্যে এবং সে জন্যে অভিনন্দনও তাঁর প্রাপ্য।........"

নতুন খবর—২৯।৭।৫৭

"……পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এ পর্যন্ত বহু বিচিত্র পরিবেশের 'নাট্যচিত্র' উপস্থাপিত হয়েছে; কিন্তু ঠিক "নীচের মহল"-এর মত সফল নাট্যবস্তু ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে অভিনীত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ……যবনিকা পতনের পরও নটনারায়ণ, গগন আর তার সমগোত্রীদের বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ভোলা যায় না। অনুভূতিকে আঁকড়ে সজীব চরিত্রগুলি যেন কেবলই মনে করিয়ে দিতে থাকে, আমরা বেঁচে আছি। বেঁচে আছি, তোমরা আমাদের ভুলে যেও না।… …"

জনসেবক—১৯।৭।৫৭

"…… গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথস্' থেকে উমানাথ ভট্টাচার্য রচনা করেছেন 'নীচের মহল'। 'নীচের মহল" অত্যন্ত চেনা জানা—তাই এ অভিনয় সবার ভাল লাগবে। … ….."

Amrita Bazar Patrika (Allahabad) 20-8-57

"……"Nicher Mahal" adapted from Maxim Gorky's "Lower Depths" and staged by the Little Theatre Group was a rare treat to the Bengalee Theatre-goers of Lucknow………"